Battle of the Hearts & Minds

শাইখ আনোয়ার আল আওলাকি

ডানপিটে মিডিয়ার বিতরণ সংক্রান্ত বিশেষ অনুরোধঃ

এই গ্রন্থের টিকাসহ যে কোন অংশে কোন প্রকার সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, পরিমার্জন ব্যতিরেকে যে কোন ব্যাক্তি প্রকাশনাটি প্রচার বা বিতরণ করার নিঃশর্ত অধিকার রাখেন।

ডানপিটে মিডিয়ার দায়ভার সংক্রান্ত স্বীকারোক্তিঃ

ডানপিটে মিডিয়ার দায়িত্ব শুধু ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকবে যতটুকু এই গ্রন্থের লেখকের বক্তব্যের সাথে আমরা একমত পোষণ করে প্রকাশ করেছি। একই লেখকের অন্য কোন বক্তব্য বা উক্তি থেকে আমরা সম্পুর্ন দায় মুক্ত।

সম্পাদকের কথা

আমরা বিশ্বাস করি, বহুদিন ধরে জুলুম আর মিথ্যাচারের মাধ্যমে বাঙ্গালীর লুণ্ঠিত ইসলামী মূল্যবোধকে জাগিয়ে তুলতে বাংলাভাষী কিছু সংখ্যক সত্য প্রচারকারীর সাহসী পদক্ষেপ এই ভীরু সমাজে আবারও জন্ম দিতে পারে তিতুমিরের (রঃ) মত অসংখ্য ডানপিটে মুজাহিদের। আমরা আল্লাহ্‌র কাছে তাওফীক চাই যেন হক্ব ও বাতিলের মধ্যে চলমান বিশ্বময় জিহাদে বাঙ্গালী জাতিও তার মূল্যবান অংশগ্রহণে পিছপা না হয়। তাই আলহামদুলিল্লাহ্‌ আমরা নিজেদের ছাপোষা জীবনের ইতি টেনে বেছে নিয়েছি ডানপিটে জীবনকে, আর যারা সত্য শোনার প্রকৃত সাহস রাখে তাদের আশ্বাস দিচ্ছি, যদি তুমি সত্যিই সাহস রাখো সত্য শুনতে, পরিণতির কথা ভেবে আমরা কখনো দ্বিধা দেখাবনা তোমায় সত্য শুনাতে। আমরা দক্ষ কৃষকের মত হৃদয় চিরে স্বপ্নের বীজ বুনে যাবো, তোমার হৃদয়ের উর্বরতা পেলেই তা হয়ে যাবে বিশাল মহীরুহ। জেনে রাখো ভাই, ননীর পুতুল থাকার দিন বহু আগেই শেষ হয়ে গেছে, তাই বাড়াও তোমার হাত কে আছো ডানপিটে হবে?

সম্পাদক

ডানপিটে মিডিয়া

সূচিপত্র

মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য নিবেদিত যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ *(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)* এর উপর। আমরা আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার কাছে দোয়া করি যেন তিনি আমাদের সকল নেক আমলগুলিকে দয়া করে কবুল করেন। আমরা আরো দোয়া করি যেন আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা আমাদেরকে কল্যাণময় জ্ঞান দান করেন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা ইলমান নাফিয়া ওয়া নাউযুবিকা মিন ইলমিন লা ইয়ানফা

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হলো- **'মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ'**। আমি আজকের আলোচনার শুরুতেই আপনাদেরকে ২০০৭ সালে র‍্যান্ড ইনস্টিটিউশন কর্তৃক **Civil Democratic Islam**[1] শিরোনামে প্রকাশিত রিপোর্টের একটি অংশ পড়ে শোনাবো। রিপোর্টটির এক জায়গায় বলা হয়েছে,

"The struggle under way throughout much of the Muslim world is essentially a war of ideas, its outcome will determine the future direction of the Muslim world"

অর্থাৎঃ **"গোটা মুসলিম বিশ্বে আজ তাদের নিজেদের মধ্যে একটি লড়াই চলছে , যে লড়াই হলো মুলতঃ বিশ্বাস ও মতাদর্শের লড়াই, এই লড়াইয়ের ফলাফলই নির্ধারণ করবে মুসলিম বিশ্বের ভবিষ্যত কী হবে।"**

আসলেই সত্য, গোটা মুসলিম বিশ্ব জুড়েই বর্তমানে বিশ্বাস ও মতাদর্শের এক মনস্তাত্ত্বিক লড়াই চলছে। এই লড়াই যদিও চলছে মুসলিম বিশ্বে কিন্তু এই লড়াই উস্কে দেয়ার পেছনে রয়েছে আমেরিকার ঘৃণ্য হাত। মুসলিম জাতির আভ্যন্তরীণ এই আদর্শিক লড়াইয়ে আমেরিকার ভুমিকা কি তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে এ বিষয় সম্পর্কে অন্য আর একটি রিপোর্ট পড়লেই। আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের চতুর্মাসিক এক রিপোর্টে বলা হয়েছে,

"The United states is involved in a war that is both a battle of arms and a battle of ideas. A war in which, ultimate victory, will be achieved only when extremist ideologies are discredited in the eyes of their host populations and passive supporters."

অর্থাৎ **"ইউনাইটেড স্টেট বর্তমানে এমনই এক যুদ্ধে লিপ্ত যা একই সাথে সামরিক ও আদর্শিক । এ যুদ্ধে চুড়ান্ত বিজয় কেবল তখনই অর্জিত হওয়া সম্ভব যখন চরমপন্থিদেরকে (মুজাহিদদেরকে) তাদের নিজ জাতি, পরোক্ষ সমর্থক ও আপন জনগনের চোখে খারাপ ও কলঙ্কিত করে তোলা যাবে।"**

[1] Civil Democratic Islam বইটি ইংলিশে পড়তে চাইলে ভিজিট করুন http://www.rand.org

তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে, র‍্যান্ড ও পেন্টাগনের মতে মুসলিম বিশ্বের জনগনের নিজেদের মধ্যে এক মারাত্মক আদর্শিক দন্দ্ব সংঘাত চলছে- এবং তাদের কথা এক্ষেত্রে আসলেও সত্য; তবে এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মুসলমানদের এই আভ্যন্তরিণ দন্দ্ব সংঘাতে আমেরিকার সম্পৃক্ততা কতোখানি, এর পেছনে তাদের স্বার্থ কী? এবং আমাদের আরো জানা দরকার যে মুসলিম জনগণের মধ্যে এই দন্দ্ব সংঘাতের পক্ষ প্রতিপক্ষ কারা?

আপনাদের সদয় অবগতির জন্য বলছি, এই দন্দ্ব সংঘাতের **এক পক্ষ হলো সেই সব একনিষ্ঠ তাওহীদবাদী মুসলিমগন যারা আল্লাহর দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গভাবে এবং হুবহু সেইভাবে অনুসরণ করতে চান যেভাবে মহান আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর নবী মুহাম্মাদ *(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)* এর উপর নাযিল হয়েছে ।**

দ্বিতীয় পক্ষ হলো তারা যারা আল্লাহর দ্বীনকে পরিপূর্ণরূপে মানতে রাজি নয়; বরং তারা কেবল দ্বীনের ততোটুকু মানতে চায় যতোটুকু তাদের মনোপুত হয়, যতোটু কু মানতে তাদেরকে তেমন কোনো কষ্ট ক্লেশ স্বীকার করা কিংবা ত্যাগ তিতিক্ষার প্রয়োজন হয় না এবং তাও কেবল সেভাবে মানতে চায় যেভাবে সমাজে প্রচলিত কিংবা বাপ দাদারা করে এসেছে । আর আল্লাহর অন্যান্য হুকুমগুলিকে তারা অবলিলায় উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যান করে যায়।

তবে এই পরিসিতি মুসলিম জাতির ইতিহাসে নতুন কিছু নয়; বরং প্রত্যেক যুগেই আহলুল হক্ব বা আপষহীন সত্যপন্থিরা যেমন থাকেন তেমনি সত্যপথ থেকে বিচ্যুত একদল বাতিলপন্থি কুচক্রিও থাকে। মুসলিম জাতির গোটা ইতিহাসের সাথে আল্লাহ তায়ালা এই দন্দ্ব সংঘাতকে এক অবিচ্ছেদ্ধ অংশ বানিয়ে রেখেছেন; এমনকি উম্মাতে মুহাম্মাদীর পূর্বেকার অন্যান্য ইমানদার উম্মাতের মাঝেও এই সমস্যা বিদ্যমান ছিলো। যেমন বনী ইসরাঈল জাতি তাদের মধ্যে যেমন সত্যপন্থিরা ছিলেন তেমনি ছিলো সেই সব কুচক্রির দল যাদের ব্যপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه

তারা আল্লাহর কালামকে তার সঠিক অর্থ থেকে বিকৃত করে ফেলতো । (সূরা আল মাইদাঃ ১৩)

এই কুচক্রির দল আল্লাহর কিতাব তাওরাতের আয়াতসমূহকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কারণে বিকৃত করতো। কারণসমূহের মধ্যে একটি কারণ ছিলো শাসকদের চাটুকারীতা ও পদলেহন করে তাদেরকে খুশী করা। তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শাসকদের অধীনে থাকার কারণে এককে শাসককে খুশী করার জন্য যখন যেমন দরকার তেমন করে আল্লাহর কালামকে বিকৃত করতো। যেমন তারা এক সময় রোমান সাম্রাজ্যের অধিনে বসবাস করতো, আর তখন রোমানরা ছিলো পৌত্তলিক। তারা ব্যবিলন শাসকের অধিনেও বসবাস করেছে, আর তারাও ছিলো পৌত্তলিক।

বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে উল্লিখিত ঘটনা মোতাবেক বনী ইসরাঈলের রাবাইরা (আলেম - ওলামারা) ব্যবিলন শাসককে খুশী করার জন্য এক মহিলার সাথে তার অবৈধ সম্পর্ক রাখাকে বৈধতা দিয়ে ফতোয়া জারী করেছিলো। শুধু এক জন মানুষকে খুশী করার জন্য তারা গোটা বিশ্ব জাহানের মালিক আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার বিধানকে পরিবর্তন করে ফেলেছিলো।

এখন লক্ষ করার বিষয় হলো, মুসলিম সমাজের এই আভ্যন্তরীণ আদর্শিক সমস্যার ব্যাপারে এই অমুসলিমদের এতো আগ্রহ ও সম্পৃক্ততা কেন? কেন তারা এই দন্দ্ব সংঘাতে একটি পক্ষ হিসেবে আবির্ভূত

হলো? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে ইউ এস নিউজ এবং ওয়ার্ল্ড রিপোর্টের একটি বক্তব্য এ প্রসংগে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি,

“Today Washington is fighting back after repeated missteps since the 911 attacks, the US government has embarked on a campaign of political warfare unmatched, since the height of the cold war. From military psychological operations teams and CIA covert operatives to openly funded media and think tanks, Washington is plowing tens of millions of dollars into a campaign to influence not only Muslim societies but Islam itself.”

অর্থাৎ **“৯/১১ এর আক্রমনের পর বারবার ভুল পদক্ষেপ নিলেও ওয়াশিংটন এখন ঠিকই লক্ষ্যভেদী পাল্টা আক্রমন হেনে যাচ্ছে। স্নায়ু যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের চেয়েও আরো ব্যপক রাজনৈতিক যুদ্ধের প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। সামরিক মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ এবং সি. আই. এ. এর গোপন অভিযান পরিচালনাকারী দলগুলো গনমাধ্যম (রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র) এবং বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবী দের প্রকাশ্যে অর্থনৈতিক সাহায্য দেয়া আরম্ভ করেছে। ওয়াশিংটন মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে যাচ্ছে এমন এক প্রচারণায় যার উদ্দেশ্য কেবল মুসলিম সমাজকেই প্রভাবিত করা নয়; বরং স্বয়ং ইসলামকে বিকৃত করে ফেলা।”**

আমরা আপনাদেরকে আবারও স্বরণ করিয়ে দিতে চাই এখানে তারা স্বয়ং ইসলামকে পরিবর্তন করে বিকৃত করে ফেলতে চাইছে। ইউ. এস. এ নির্লজ্জের মতো প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে বলছে যে **“আমাদের একান্ত ইচ্ছা হলো যে আমরা শুধু মুসলিম সোসাইটিকে প্রভাবিত করতে পেরেই সন্তুষ্ট নই , আমরা তাদের ধর্মকেই পরিবর্তন করে ফেলতে চাই।”** বনী ইসরাঈলের সময় যেসব রাবাইরা আল্লাহর কিতাবকে বিকৃত করেছিলো তারাও তা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে করার সাহস পায়নি, আর এরা কোনো রকম রাখ ঢাক না রেখে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে বলছে যে **“আমরা ইসলামকে বদলে ফেলতে চাই”**।

ইউ এস নিউজ এন্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট এরপর বলছে,

“In at least two dozen countries, Washington has quietly funded Islamic radio and TV shows, course work in Muslim schools, Muslim think tanks, political workshops or other programs that promote moderate Islam. Federal aid is going to restore Mosques, to print Quran even build Islamic schools”.

অর্থাৎ **“ওয়াশিংটন গোপনে কমপক্ষে দুই ডজন দেশে অর্থ সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে । (তাদের প্রণীত) মডারেট ইসলামকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে রেডিও টেলিভিশনে ইসলামী অনুষ্ঠান (!) প্রচার, মুসলিম স্কুলে বিভিন্ন কোর্স চালু করা, রাজনৈতিক কর্মশালা করা, ‘মুসলিম’ বুদ্ধিজীবীদের ক্রয় করা, মসজিদ নির্মাণ, কোরআন ছাপা, ইসলামী স্কুল প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রিয় সরকার অর্থ সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে।”**

আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে তারা তাদের প্রণীত আধুনিক ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে যাচ্ছে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এক জন সত্যিকার মুসলিম যার অন্তরে মহান আল্লাহর জন্য সামান্যতম ভালোবাসা বিদ্যমান আছে- যখন শোনে যে অমুসলিমরা ইসলামকে পরিবর্তন করে বিকৃত করে ফেলতে চায় তখন তার তো প্রচন্ড রাগে ও ক্ষোভে ফেটে পড়া উচিত। কতো বড়ো দুঃসাহস তোমাদের! তোমাদেরকে এই অধিকার কে দিয়েছে যে তোমরা ইসলামের সংজ্ঞা দেয়ার দুঃসাহস দেখাচ্ছো?

কি হাস্যকর ব্যপার! প্রেসিডেন্ট বুশ মাইক্রোফোনের সামনে দাড়িয়ে আমাদেরকে শেখানোর জন্য ইসলামের উপর খুৎবা দিচ্ছে! ২০০২ সনে এক অনুষ্ঠানে **'খুৎবা'** দেয়ার সময় সে বলেছে **"ইসলাম এমন এক ধর্ম যা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের মনে প্রশান্তির পরশ বুলিয়ে দেয় এবং সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি করেছে । এটা ভালোবাসার ধর্ম, ঘৃণার ধর্ম নয়।"**

হ্যা, তার কথা সত্য, আমরা অবশ্যই স্বীকার করছি যে ইসলাম লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে প্রশান্তি এনেছে, ইসলাম বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির মানুষের মধ্যে এমন ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি করেছে যা ঘৃণার উপর নয় বরং ভালোবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত... ইত্যাদি...

আমরা মেনে নিচ্ছি যে একটা পর্যায় পর্যন্ত তার কথা ঠিক আছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো ইসলাম কী এবং কী নয় তা বলার বুশ কে? কে তাকে দায়িত্ব দিয়েছে ইসলাম সম্পর্কে **'খুৎবা'** দেয়ার!

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত, তিনি আমাদেরকে হেফাযত করুন! আমরা দেখতে পেয়েছি কিছু (বেকুব) মুসলিমরা ইসলাম সম্পর্কে বুশের মন্তব্য শুনে আনন্দে আত্নহারা হয়ে গিয়েছিলো! কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে তাদের এই আচরণ কেবল তাদের ঔদ্ধত্ব ও অহংকারই প্রকাশ করে এবং অধঃস্তন লোকদের প্রতি মানুষ অনেক সময় যেমন করুণার পাত্র সুলভ আচরণ করে এই কাফিররা মুসলমানদের প্রতি তেমন মনোভাবই পোষণ করে। যেন তারা মনে করছে যে মুসলমানদের মধ্যে এমন লোকদের মারাত্নক শুন্যতা দেখা দিয়েছে যারা তাদেরকে বলে দিবে যে ইসলাম কী এবং কী নয়।

তবে আশার কথা হলো তাদের এই মানষিকতা অনেকের কাছেই ধরা পড়ে গেছে। এমনকি তাদেরই মতো অমুসলিম সমালোচকদেরও বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যেমন তাদেরই এক সমালোচক ব্যঙ্গাত্নকভাবে বলে ফেলেছে যে,

"আজকাল রাজনৈতিক নেতাদের কথাবা র্তা শুনে মনে হচ্ছে যে তারা যেন ইসলামিক স্টাডিজে সদ্য স্নাতোকত্তর ডিগ্রি লাভ করেছেন যা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে ইসলামের আসল চরিত্র বৈশিষ্টের উপর জনগনকে বক্তৃতা দিয়ে শোনাতে"

র‌্যান্ড প্রকাশিত অন্য একটি রিপোর্ট থেকে উদ্বৃতি দেয়ার পূর্বে আমি আপনাদের কাছে এই সংস্থাটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করছি।

'র‌্যান্ড' হলো একটি অলাভজনক গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান যার রয়েছে **১৬** শত কর্মকর্তা কর্মচারীর এক বিশাল কর্মী বাহিনী। এই সংস্থাটি ইউ এস এর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণাধর্মী রিপোর্ট সরবরাহ করে থাকে। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে পেন্টাগনের সাথে এর গভীর প্রভাব বিস্তারকারী সম্পর্ক রয়েছে। আলোচ্য মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের সাথে এই সংস্থাটির গভীর সম্পর্ক রয়েছে এবং তারা এই বিষয়ের উপর একাধিক নিবন্ধও প্রকাশ করেছে। আজকের এই আলোচনায় আমি তাদের প্রকাশিত নিবন্ধ থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি পেশ করবো।

‘র‍্যান্ড’ প্রকাশিত যে রিপোর্টটির উপর আমি আজ সবচেয়ে বেশী আলোচনা করবো তার শিরোনাম নাম হলো **‘সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলাম (!)’**। আপনাদের সদয় অবগতির জন্য এই রিপোর্টটি প্রস্তুতকারিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

এই প্রতিবেদিকার নাম হলো **শ্যরল বেনার্ড**, যে নিজে হলো একজন ইহুদী এবং সে বিয়ে করেছে একজন ইসলামধর্ম ত্যাগকারী মুর্তাদকে যার নাম হলো **জালমে খলীলজাদ**; এই ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। সে এক সময় জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেছে, এরপর আফগানিস্তান ও ইরাকেও রাষ্ট্রদুত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। এই মুর্তাদ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এতোই আস্থাভাজন ব্যক্তি যে তাকে সাধারণতঃ বিভিন্ন স্পর্শকাতর পদে নিয়োগ দেয়া হয়।

এই শ্যরল বেনার্ড র‍্যান্ডের মাধ্যমে তার রচিত যে রিপোর্টটি প্রকাশ করেছে তার শিরোণাম হলো **‘সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলাম’**। রিপোর্টের শিরোণামই আপনাকে বলে দিবে তারা কেমন ইসলাম চায়, কেমন **‘ইসলাম’** তারা আমাদের উপর চাপাতে চায়। আর তারা নিছক প্রতিবেদন প্রকাশ করেই ক্ষান্ত নয়; বরং তাদের ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুতকৃত ইসলামকে আমাদের উপর চাপানোর জন্য তারা আমাদের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী পাঠাচ্ছে, আমাদেরকে তারা বাধ্য করছে তাদের বানানো ইসলামকে মানতে। আমরা যদি মুসলিম হয়ে থাকি তাহলে আমাদের প্রত্যেকের উচিত এই ঔদ্ধত্যকে দমন করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা।

সত্যিকার ইসলামকে দুনিয়া থেকে মুছে দেয়া ও তাদের প্রস্তুতকৃত মডারেট ইসলামের প্রচার প্রসারের জন্য আমেরিকার সরকারের কাছে তার দেয়া প্রস্তাবনাসমূহের কিছু আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

তার প্রথম প্রস্তাবনা হলোঃ মডারেট মুসলিমদের লেখা বই পুস্তক, প্রবন্দ্ব ইত্যাদি ভর্তুকী দিয়ে প্রকাশ করা।

তাদের প্রস্তাবনা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমাদের জানা দরকার তাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী কে মডারেট মুসলিম। কে মডারেট মুসলিম আর কে মডারেট নয় তা নির্ধারণের জন্য তারা কিছু সুনির্দিষ্ট মানদন্ড নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেমনঃ

ক. গণতন্ত্রমনা হতে হবেঃ

মডারেট মুসলিম হওয়ার প্রথম শর্ত হলো আপনাকে গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি, পথ ও পদ্ধতির প্রতি বিশ্বাসী হতে হবে।

আমাদের সমাজে আমরা এমন কিছু মুসলিম দাবীদারদের দেখা পাই যারা গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী এবং এদের ধুর্ত পণ্ডিতরা বলে বেড়ায় যে **“ইসলামের শুরা আর পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র তো একই রকম; বাস্তবে যদিও আমরা শুরায় বিশ্বাস করি কিন্তু আমরা যদি গণতন্ত্র শব্দটা ব্যবহার করি তাহলে তা পশ্চিমাদের কাছে অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য হবে, কারণ তারা তো শুরা শব্দটার সাথে পরিচিত নয়”** ইত্যাদি অনেক রকম কথা এক শ্রেণীর আপষকামী মুসলিমরা বলে থাকে। তারা আরো মনে করে যে তারা যদি নিজেদেরেকে গণতন্ত্রমনা হিসেবে পাশ্চাত্যের কাছে প্রমান করতে পারে তাহলে তাদের মুসলিম দেশের স্বৈরাচার শাসকদের উৎখাতের সংগ্রামে তারা সহজেই পশ্চিমাদের সাহায্য লাভ করতে পারবে। কিন্তু আমরা যারা

আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ *(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)* এর আনীত দ্বীনকে অনুসরণ করতে চাই তাদেরকে মনে রাখতে হবে যে। এই ধরণের আপষকামী অবস্থান গ্রহন করা আর দ্বীন ত্যাগ করা কই কথা। কারণ,

প্রথমতঃ গণতন্ত্র পুরোটাই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক, গণতন্ত্র এমন একটা জীবন ব্যবস্থা যার সাথে ইসলামের কোনোই সম্পর্ক নেই, ইসলাম সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন জীবন ব্যবস্থা। আমি এদেরকে বলবো, আপনারা যদি সত্যিই ইসলামী রাষ্ট্র এবং এর শুরা ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রাখেন তাহলে শুরাকে শুরাই বলুন, গণতন্ত্র বলবেন না।

দ্বিতীয়তঃ আপনার এই চালাকী তাদের সাথে চলবে না, কারণ তারা আপনার মতো বোকা নয়; তারা কোন ধরণের গণতন্ত্র মডারেট মুসলিমদের থেকে চায় তা বিস্তারিত ভাবেই বলে দিয়েছে। তারা কোন গণতন্ত্র চায় তা বুঝাতে তারা বলেছে,

"A commitment to democracy as understood in the liberal western tradition"

অর্থাৎ "**গনতন্ত্র মনা বলতে সেই গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল হতে হবে উদারনৈতিক পশ্চিমা ঐতিহ্যে গণতন্ত্র বলতে যা বুঝায়।**"

অতএব আপনি ইসলামিক ধাচের যে গণতন্ত্রের কথা বলছেন তা দিয়ে আপনি তাদের কাছে কখনো গ্রহণযোগ্য মডারেট হতে পারবেন না। তারা আপনার কাছ থেকে তথকথিত সম্পূর্ণ উদারনৈতিক পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্র ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করবে না। এখানেই শেষ নয় তারা আরো অগ্রসর হয়ে বলে দিয়েছে যে,

"Support for democracy implies opposition to the concept of the Islamic state"

অর্থাৎ "**গণতন্ত্রের সমর্থক বলতে ইসলামী রাষ্ট্র ধারণার বিরোধী হতে হবে।**"

অতএব একজন মডারেট মুসলিম হলো এমন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী যা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরোধী। এরপর তারা বলছে,

"It follows from the above that for a group to declare itself democratic, in the sense of favoring elections as the vehicle for establishing government as in the case of the present Egyptian Muslim brotherhood is not enough."

অর্থাৎ "**কোনো দল নিজেদেরকে গণতান্ত্রিক দল দাবী করার অধিকার রাখবে না যদি গণতন্ত্রকে তারা নিছক ক্ষমতায় আরোহন ও সরকার গঠনের মাধ্যম মনে করে । যেমন মিশরের বর্তমান ইখওয়ানুল মুসলিমীন।**"

খ. মডারেট মুসলিমদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট হলোঃ "Acceptance of non-sectarian sources of law" অর্থাৎ "অসামপ্রদায়িক (ধর্মনিরপেক্ষ) আইন গ্রহন করা।"

অর্থাত আপনি মডারেট মুসলিম হতে চাইলে আপনাকে আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে স্বেচ্ছায় মানবরচিত আইন মেনে নিতে হবে। কারণ তাদের দৃষ্টিতে মডারেট মুসলিম আর চরমপন্থি মৌলবাদী মুসলিমদের মধ্যে

অন্যতম একটি পার্থক্য হলো এরা ইসলামী শরীয়া প্রয়োগ করতে চায় আর মডারেটরা শরীয়া চায় না। তারা স্পষ্ট বলে দিয়েছে যে-

"The dividing line between moderate Muslims and radical Islamist is whether Sharia should apply"

অর্থাৎ "**চরমপন্থি তথা সত্যিকার মুসলিম ও মডারেট র‍্যান্ড মুসলিমদের মধ্যে আসল পার্থক্য হলো শরীয়া আইন চাওয়া ও না চাওয়া।**"

অতএব তাদের বক্তব্য অনুযায়ী যে মুসলিম আল্লাহর শরীয়া চায় সে হলো চরমপন্থি, আর মডারেট মুসলিম হলো তারা যারা আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে ফ্রেঞ্চ আইন, বৃটিশ আইন, আমেরিকান আইন ও কুফফারদের রচিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইন সানন্দে মেনে নিবে।

গ. মডারেট মুসলিমদের তৃতীয় বৈশিষ্ট হলোঃ "Respect for the rights of women and religious minorities" অর্থাৎ "নারী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধীকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।"

হ্যা, আমরাও নারী অধীকার ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি; তবে তা তাদের দেয়া সংজ্ঞা ও মানদন্ড অনুযায়ী নয়। কারণ, তাদের মতে ইসলামী রাষ্ট্র যদি হিজাব বাধ্যতামুলক করে তাহলে তা চরমপন্থা, ইহুদী খৃষ্টানদের উপর যদি জিযিয়া কর আরোপ করা হয় তাহলে তাদের কাছে তা মানবাধিকার লংঘন।

ঘ. মডারেট মুসলিমদের ৪র্থ বৈশিষ্ট হলোঃ "Opposition to terrorism and illegitimate violence" অর্থাৎ "সন্ত্রাসবাদ ও অবৈধ সহিংসতার বিরোধী হতে হবে।"

তাদের এই কথার অর্থ হলো, যে মুসলিম তার নিজ দেশ দখলদারদের হাত থেকে রক্ষার জন্য যুদ্ধ করবে, দখলদারদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে সে হলো চরমপন্থি। আর মডারেট মুসলিম হলো সে যে আমেরিকান সৈন্যদেরকে তার নিজ দেশে আগ্রাসন চালানোর জন্য আহবান জানাবে, যার নিজের মান মর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ বলতে কিছুই নেই। মডারেট মুলিম হওয়ার জন্য তাদের দেয়া শর্তগুলো পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, মডারেট মুসলিম হলো একজন পরিপূর্ণ ধর্মত্যাগী মুর্তাদ ও কাফির। তারা যে চারটি শর্ত দিয়েছে এর প্রত্যেকটি এমন এক একটা কুফরী মতাদর্শ যা গ্রহণ করলে একজন মুসলিম নিশ্চিতভাবে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। তাই এখন থেকে আমি আর তাদেরকে মডারেট মুসলিম বলে সম্মোধন করবো না; বরং তাদেরকে বলবো '**র‍্যান্ড মুসলিম**' এটাই তাদের জন্য অধিক উপযুক্ত উপাধী।

এখানেই শেষ নয় এরপর তাদের একটা প্রশ্নপত্র আছে, যেটা তারা একজন মুসলিমের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলবে এগুলোর উত্তর দিন। এরপর তারা তার উত্তরের উপর ভিত্তি করে বলবে, সে কি মডারেট মুসলিম না চরমপন্থি মুসলিম। আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন তারা কেমন অহংকার ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করছে এবং মুসলিমদের সাথে তারা কেমন অধঃস্তনদের মতো করুণা সুলভ আচরণ করছে। তারা আমাদের আক্বীদা বিশ্বাস পরীক্ষা করছে এবং তারা আমাদেরকে মার্ক দিচ্ছে।

র‍্যান্ডের প্রশ্নপত্র হচ্ছেঃ

১. এই ব্যক্তি বা দল কি সহিংসতা (অর্থাত জিহাদকে) সমর্থন বা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে? এখন সমর্থন না করলেও অতিতে কি কখনো সমর্থন করেছে বা জিহাদকে কখনো কি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছে?

অতএব এখন আপনি যতোই জিহাদের বিরুদ্ধে কথা বলেন না কেন আপনি কিংবা আপনার পূর্ব পুরুষদের কারো যদি জিহাদের ইতিহাস থাকে তবুও তারা আপনাকে ছাড়বে না।

২. তারা কি গণতন্ত্রকে সমর্থন করে? করলে কি পশ্চিমা উদার গনতান্ত্রিক মানদন্ডে নির্ধারিত ব্যক্তি অধিকারকে সমর্থন করে?

৩. এরা কি (কুফফারদের রচিত) আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারকে সমর্থন করে?

৪. এসব ক্ষেত্রে এরা কি কোনো ব্যতিক্রম করতে চায় ? যেমন ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে?

অতএব আপনি যদি রিদ্দার আইন (মুরতাদকে মৃত্যুদন্ড) প্রয়োগ করতে চান তাহলে তাদের কাছে তা হবে চরমপন্থা।

৫. এরা কি বিশ্বাস করে যে ধর্ম পরিবর্তন করা ব্যক্তিগত অধিকার?

অতএব একজন মুসলিম যদি ইসলাম ত্যাগ করে ইহুদী হয়ে যেতে চায়, খৃস্টান হয়ে যেতে চায়, কোনো মুসলিম যদি চায় সে বানর কিংবা গরুর পুজা করবে তাকে তা করার অধিকার দিতে হবে। যে মুসলিম ব্যক্তিকে সত্য পথের দিশা দিয়ে মুসলিম হবার সৌভাগ্য দান করে সম্মানিত করা হয়েছে, যে একবার মহান আল্লাহ তায়ালার পরিচয় লাভ করেছে, মুহাম্মাদ *(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)* এর আনীত দ্বীনের অনুসরণ করেছে, যার উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেছেন সেই যদি আবার নিকৃষ্ট স্তরে নেমে গিয়ে গরুর পূজা করতে চায় তাহলে তাকে নাকি অবশ্যই সেই অধিকার দিতে হবে।

৬. এরা কি বিশ্বাস করে যে শরীয়া নির্ধারিত ফৌজদারী দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা উচিত?

অতএব আর কোনো ইসলামী হুদুদ কিসাস থাকতে পারবে না।

৭. এরা কি বিশ্বাস করে যে রাষ্ট্রের উচিত শরীয়া নির্ধারিত দেওয়ানী আইন বাস্তবায়ন করা ?

একথার অর্থ দাড়ায় বিয়ে-শাদী, উত্তরাধীকার ইত্যাদী একান্ত পারিবারিক বিষয়েও তারা ইসলামী আইন সহ্য করবে না।

৮. তারা কি মনে করে যে তাদের রাষ্ট্রে শরীয়া বহির্ভূত পছন্দ মাফিক অন্য কোনো আইনে বিচার প্রার্থনা করার সুযোগ থাকা উচিত ?

সুবহান আল্লাহ, কি আশ্চর্যের ব্যপার! আমরা এখানে কিসের আলোচনা করছি? এটা কি কোনো আলু পেয়াঁজ বিক্রির কাচা বাজার? যে এখানে এটা ওটা বাছাই করার সুযোগ থাকবে! পৃথিবীর কোনো দেশই তো আইনের ব্যপারে মানুষকে বাছাই করার সুযোগ দেয় না। প্রতিটি দেশ যেখানে সকল বিষয়ে নিজ দেশের একই আইনের অনুসরণ করে সেখানে তারা চায় আমরা যেন বিভিন্ন অপশন রাখি। এক জন লোক

কোর্টে আসলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, দয়া করে বলুন আপনি কোন আইন অনুযায়ী বিচার প্রার্থনা করছেন!!! অথচ আল্লাহ তায়ালা বলছেন

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

না, তোমার রবের কসম ! তারা কিছুতেই ঈমান দার হতে পারে না, যতোক্ষ ন না তাদের পারস্পরিক যাবতীয় বিবাদমান বিষয়ে তারা তোমাকে (অর্থাৎ তোমার আনী ত শরীয়া ব্যবস্থাকে) বিচারক না মানবে এবং তুমি যে ফয়সালা করবে সে ব্যপারে তারা তাদের অন্তরে কোনো দ্বিধা সংশয় বোধ করবে না এবং তারা সর্বত ভাবে (শরয়ী বিধানকে) মেনে নেবে । (সূরা আন নিসা ৬৫)

আমাদেরকে কোনো রকম দিধা দন্দ্ব ছাড়া নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, কোনো মুসলিম দাবীদার ততোক্ষন পর্যন্ত কিছুতেই মুসলিম নয় যতোক্ষন না সে আল্লাহর দেয়া ছোটো বড় সকল আইনকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট চিত্তে সানন্দে মেনে নিবে। কোনো মুসলিম দাবীদার মুসলিম নয় যদি সে আল্লাহর রসূলের সুন্নাহকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে না নেয়।

৯. তারা কি বিশ্বাস করে যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকারও একজন মুসলিম নাগরিকের সমান? তারা কি বিশ্বাস করে যে সংখ্যালঘু সমপ্রদায়ের লোকেরাও মুসলিম দেশে মুসলিম নাগরিকদের মতো সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পেতে পারে ?

তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা সুস্পষ্ট ভাবে বলে দিতে চাই যে, না, বিধর্মীরা মুসলিম দেশে সরকারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পেতে পারে না। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتْ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

হে ঈমানদারগন, তোমরা তোমাদের নিজেদের (ঈমানদার ব্যক্তি) ব্যতিত অন্য (বিধর্মী) কাউকে অন্তরঙ্গ রূপে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ক্রটি করে না - তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ । শক্রতা প্রসুত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয় । আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে , তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদ ভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো , যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও। (সূরা আলে ইমরানঃ **১১৮**)

আল্লাহর কোরআনের এই আয়াত আমাদেরকে অনুমতি দেয় না কোনো পৌত্তলিক, ইহুদী, খৃষ্টান বা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মাবলম্বিকে **'বিতানা** ' তথা উপদেষ্টা বা উচ্চপদস্থ কোনো পদে নিয়োগ দিতে।

প্রশ্নপত্রে তারা আরো জানতে চায় যে, "Does it believe that members of religious minorities are entitled to build and run institutions of their faith in Muslim majority countries?"

অর্থাৎ **"তারা কি বিশ্বাস করে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সমপ্রদায়ের লোকেরা মুসলিমদের শাসিত দেশে তাদের ধর্মের প্রচার প্রসারের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে পারবে?"**

আপনাদের সদয় অবগতির জন্য বলছি, এক্ষেত্রে ইসলামী আইন হলো, তারা তাদের পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত সিনাগগ ও চার্চসমুহ রাখতে পারবে, কিন্তু নতুন করে আর কোনো চার্চ বা সিনাগগ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। যিম্মীদের ক্ষেত্রে এটাই ইসলামী আইন।

এরপর তারা জানতে চায়- "Does it accept any legal system based on non-sectarian legal principles?"

অর্থাৎ **"এই ইসলামী রাষ্ট্র কি অসামপ্রদায়িক মুল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত কোনো আইনী ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে?"**

ইসলাম সম্পর্কে যার সামান্যতম জ্ঞান আছে তার বুঝতে মোটেই অসুবিধে হওয়ার কথা নয় যে মডারেট মুসলিম হওয়ার জন্য তাদের প্রস্তাবণাসমূহ পুরোটাই সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য কুফরী। যদি কোনো ব্যক্তি তাদের এসব প্রস্তাবনার কোনো একটির প্রতিও সম্মতি প্রকাশ করে তাহলে সে নির্ঘাত মুর্তাদ কাফিরে পরিণত হবে।

এবার আমরা আবার ফিরে যাই মডারেট ইসলাম বা র্যান্ড ইসলামের প্রচার প্রসারে শ্যারল বেনার্ড এর প্রস্তাবনাসমুহের প্রতি। তাদের প্রথম প্রস্তাবনা ছিলো র্যান্ড মুসলিমদের লেখা বই পুস্তক, প্রবন্দ্ব ইত্যাদি ভর্তুকী দিয়ে প্রকাশ করা। এর উদ্দেশ্য হলো মিথ্যাচারের প্রসার ঘটানো।

তার দ্বিতীয় প্রস্তাবনা হলোঃ র্যান্ড মুসলিমদেরকে উদ্বুদ্ধ করা সাধারণ জনগণের জন্য বিশেষভাবে যুবক শ্রেণীর জন্য ব্যাপক বই পুস্তক লিখতে।

কারণ তারা জানে যে, সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হলে সাধারণ মুসলিম জনগন সত্যকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা রাখে এবং তারা এও জানে যে কারা সত্যিকার অর্থে তাদের কল্যাণের জন্য কথা বলে এবং কারা বলে না।

তারা এটাও ভালো করে জানে যে আসল বিপদটা সকল যুগে মুলতঃ যুবকদের দিক থেকেই আসে। যুবকরাই হলো সেই শ্রেণী যারা সত্যের পক্ষে প্রবলভাবে দাড়িয়ে যায়। ইবরাহিম *(আলাইহিস সালাম)* যখন মুর্তি ভেঙেছিলেন তখন তিনি ছিলেন এক টগবগে যুবক। সূরা আল কাহফে উল্লেখিত ঘটনা থেকেও আমরা জানতে পারি যে, যারা মিথ্যা থেকে বেচে সত্যের উপর টিকে থাকার জন্য পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তারা সবাই ছিলেন যুবক। আমাদের প্রিয় নবীজীর *(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)* সিরাত থেকেও আমরা জানতে পারি যে যারা তার প্রতি ঈমান আনার ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন তারা সবাই ছিলেন যুবক। আর একারণে শ্যরল বেনার্ড এর প্রথম পদক্ষেপই হলো মুসলিম যুব সমাজকে পথভ্রষ্ট করা।

তার তৃতীয় প্রস্তাবনা হলোঃ র‍্যান্ড মুসলিমদের মতাদর্শ সমূহকে ইসলামী শিক্ষার সিলেবাসে অন্তর্ভূক্ত করা।

এই হীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তারা ইতিমধ্যে বেশ কিছু কার্যকরী পদক্ষেপও নিয়ে ফেলেছে। অনেক মুসলিম দেশের স্কুল মাদ্রাসার অনেক শিক্ষা সিলেবাস তারা চক্রান্ত করে ধ্বংস করে ফেলেছে। ইসলামী বই পুস্তকের যেসব অধ্যায়ে, জিহাদ, হুদুদ কিসাস ও আল্লাহর আইনের শাসন প্রসংগে আলোচনা করা হয়েছে সেসব অধ্যায়কে তারা হয়তো একেবারে মুছেই দিয়েছে, অথবা এসব মৌলিক বিষয়সমূহকে এমনভাবে বিকৃত করেছে যে ছাত্র ছাত্রিরা কিছুতেই যেন এসব বিধানের কল্যানকারীতা ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করতে পারে।

তাদের চতুর্থ প্রস্তাবনা হলোঃ সংশ্লিষ্ট দেশের শিক্ষা সিলেবাস ও প্রচার মাধ্যমে তাদের ইসলাম-পূর্ব জাহিলী সভ্যতা সাংস্কৃতির প্রচার প্রসারের মাধ্যমে এর চর্চাকে উৎসাহিত করা।

উদাহরণ স্বরূপ, তারা চায় মানুষের মন মগযে ফেরাউনী সভ্যতার পুনর্জাগরণ। তারা চায় আমরা যেন ফেরাউনী সভ্যতাকে ইতবাচক দৃষ্টিভংগি নিয়ে মানুষের সামনে তুলে ধরি, আমরা যেন তাদের উন্নতি অগ্রগতি, তাদের অর্জন ও তাদের সভ্যতা সাংস্কৃতি নিয়ে বেশী বেশী কথা বলি। আমরা যেন ইসলামী সভ্যতার আলোকিত দিক, নৈতিক ও আদর্শিক উন্নতি অগ্রগতি নিয়ে কোনো কথা বার্তা না বলি। আঞ্চলিক বিষয়াদির আলোচনা হলেও তা যেন হয় ইসলাম পূর্ব সামাজিক সাংস্কৃতির। তারা চায় আমরা যেন কথা বলি ইসলামপূর্ব আরব্য জাতীয়তাবাদের, কথা বলি ইসলামপূর্ব বর্বর নর্থ আফ্রিকানদের বর্বর কাহিনী নিয়ে, কথা বলি শামের (সিরিয়ার) রোমান ও গ্রিক সভ্যতার ইতিহাস নিয়ে। একারণেই আমরা দেখতে পাই যে প্রত্নতত্ত্ববিদরা প্রায়ই মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামপূর্ব বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রচার মাধ্যমে হুলস্থুল ফেলে দেয়। তারা ফেরাউনের সময়কার মেসোপটেমিয়া ও মিশরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার ঝড় তুলে দেয়।

এসব ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকা দরকার। তাছাড়া আমাদের মনে আমাদের ইসলামপূর্ব কোনো ইতিহাস নিয়ে সামান্যতম্য কোনো গর্ব অহংকার থাকা উচিত নয়। কারণ, এটা নির্ভেজাল জাহিলিয়াত, এসব ইতিহাসকে এমনকি কোনো সভ্যতাই বলা উচিত নয়, কারণ আসলেই এটা কোনো সভ্যতা নয়। এটা তো জাহান্নামের পথ, এটা তো সম্পূর্ণ অন্ধকারের আবরণে অন্ধকারাচ্ছন্ন এক যুগ। আর ফেরাউন তো আগা-গোড়া এক সাক্ষাত শয়তানের নাম, তাকে আমাদের কখনোই ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা উচিত নয়।

বিষয়টি আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য আমরা এ বিষয়ে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ *(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)* এর নির্দেশনা জেনে নিতে পারি। একবার মুহাম্মাদ *(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)* তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে অতিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত সামুদ জাতির বসতি অঞ্চলের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। অনুসন্ধিৎসু মানসিকতার কারণে সাহাবায়ে কেরামদের *(রাদি আল্লাহু আনহুম আজমাইন)* কয়েকজন আল্লাহর নবী *(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)* এর কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন একটু ভিতরে গিয়ে দেখে আসার। কিন্তু নবীজী *(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)* তাদেরকে সে অনুমতি প্রদান করেননি। কারণ তারা যদি

সেখানে এমন কিছু দেখে যা তাদের মনকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে তাহলে তা তাদের জন্য মোটেই কল্যাণকর হবে না। তাই তিনি তাদেরকে বলেন,

لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين

“তোমরা যখন (ধ্বংসপ্রাপ্ত) জালিমদের আবাসস্থল দিয়ে অতিক্রম করবে তখন কাঁদতে কাঁদতে অতিক্রম করবে।” (সাহীহ মুসলিম এর কিতাবুয যুহুদ ওয়ার রাকাইকে সংকলিত)

আল্লাহর রসূল *(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)* এর একথা থেকে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এরপর আমরা দেখতে পাই যে সাহাবায়ে কেরামগন *(রাদি আল্লাহু আনহুম আজমাইন)* যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত সামুদ বসতির কোনো একটি কুপ থেকে পানি নিয়ে রুটির খামির তৈরী করেছিলেন তখন আল্লাহর রসূল *(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)* তা জানতে পেরে সেই রুটিও তাদেরকে খেতে দেননি, সেই রুটি পশুদেরকে খাওয়াতে বলেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামদেরকে *(রাদি আল্লাহু আনহুম)* সেই বসতির কুপ থেকে পানিও পান করতে দেননি। এটা করার কারণ ছিলো সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত কুফফার সমপ্রদায় ও আমাদের মধ্যে একটি পার্থক্য দেয়াল তৈরী করে রাখার জন্য।

তার পঞ্চম প্রস্তাবনা হলোঃ মুসলিম জনগণের মধ্যে সুফীবাদকে জনপ্রিয় ও গ্রহনযেগ্য করে তোলা

সে সুফীবাদের বিস্তার চায় নিজে সুফীবাদ বা তাসাউফের ভক্ত হওয়ার কারণে নয়; বরং সে এর বিস্তার চায় একারণে যে, সুফীবাদ জিহাদ ফী সাবিলল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলে। সুফীবাদের মধ্যে মুসলিমদেরকে যতো বেশী সম্পৃক্ত করা যাবে ততো বেশী তাদেরকে বেহুদা বেদয়া’তী যিকির আযকার, অনর্থক বিদয়া’তী অনুষ্ঠানাদি ইত্যাদী বিষয়ের মধ্যে ব্যস্ত রাখা যাবে এবং তাদেরকে দিয়ে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলানো যাবে। তারা যদি তাসাউফের ভক্তই হবে তাহলে তারা কি নর্থ আফ্রিকার সুফী ওমর মুখতারের তাসাউফকে বা এই উপ মহাদেশের অন্যান্য জিহাদপন্থি সত্যাশ্রয়ী সুফীবাদী আন্দোলনের প্রচার প্রসার কামনা করবে?

এরপর এই মহিলা ফান্ডামেন্টালিস্টদেরকে দমন ও প্রতিহত করা এবং সাধারণ জনগণকে ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্য আরো কিছু প্রস্তাবনা দিয়েছে। যেমনঃ

ক. বেআইনী অবৈধ দলসমূহ ও তাদের কর্মকাণ্ডের সাথে তাদের সম্পর্ক প্রকাশ করা।

খ. তাদের সহিংস (জিহাদী) কর্মকাণ্ডের পরিণামগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরা।

এখানে আমাদের মনে রাখা দরকার, যুদ্ধ এমনই একটা বিষয় যেখানে মানুষ মারে ও মরে, নিধন করে ও নিহত করে। অনেক সময় অনিচ্ছা সত্তেও যুদ্ধে সাধারণ মানুষ মারা যায়। এটাই যুদ্ধের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু তারপরও মুসলিম মুজাহিদগন সব সময়ই আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করেন যাতে কখনো সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত বা নিহত না হয়। কারণ যুদ্ধের নিয়ম নীতির ব্যপারে নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পক্ষ থেকে এ ব্যপারে সুস্পষ্ট ও কঠোর নির্দেশনা রয়েছে।

যেমন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে না এমন নারী, বয়স্ক মানুষ এবং উপাসনালয়ের সণ্যাসীদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন; অকারন গাছপালা কেটে ফেলতে বা জালিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন । এমন আরো অনেক নির্দেশনা রয়েছে যা মুসলিম মুজাহিদগন মেনে চলতে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে থাকেন।

এখানে শ্যরল বেনার্ড যা বলতে চেয়েছে তার অর্থ হলো মুসলিম মুজাহিদদের দ্বারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে যদি অনিচ্ছাকৃতভাবেও কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায়, যেমন তাদের হাতে ঘটনাক্রমে যদি কোনো সাধারণ মানুষ নিহত হয় তাহলে তা নিয়ে পত্র পত্রিকা, রেডিও টেলিভিশন ও যাবতীয় প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে দুনিয়াজুড়ে হুলস্থুল ফেলে দিতে হবে। সামান্য ঘটনাকে ভয়াবহ নির্মম করে তুলে ধরতে হবে, তিলকে তাল বানিয়ে উপস্থাপন করতে হবে। যাতে করে সাধারণ জনগণের সেন্টিমেন্ট মুজাহিদদের বিপক্ষে চলে যায়।

পক্ষান্তরে আমেরিকান সন্ত্রাসীরা যখন সম্পুর্ন বেসামরিক এলাকায় বোম্বিং করে আবাল বৃদ্ধ বনিতা, নারী শিশু সহ হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে, হাসপাতালে বোম্বিং করে রোগীদেরকে হত্যা করে তখন তা যাতে দুনিয়ার মানুষ জানতে না পারে তার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। আর যদি কোনো সাংবাদিকের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে তা লোকেরা জেনে যায় তাহলে এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দেয়ার জন্য কোনো যৌক্তিক কারণ দাড় করাতে হবে, কোনো কার্যকরী অজুহাত বের করতে হবে এবং এমনভাবে মানুষের মনযোগকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে যাতে তারা তা অতি দ্রুত ভুলে যায়।

তাদের এই তথ্য সন্ত্রাসের উদ্দেশ্য হলো দুনিয়ার মানুষদের মনে এই কথা যেন স্তায়ীভাবে গেঁথে যায় যে মুসলিমরা হলো মানুষের প্রতি দয়ামায়া, ভালোবাসা, মমত্ববোধ ও দায়িত্বজ্ঞানহীন এক দল নির্মম ও বর্বর লোক। পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলো এই প্রবঞ্চনা ও প্রতারণামুলক তথ্যসন্ত্রাস যুগ যুগ ধরে চালিয়ে আসছে। তারা মুসলিমদের চরিত্র হননের এমন কোনো হীন পন্থা নেই যা অবলম্বন করেনি।

কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, যাদের মাথায় আকল জ্ঞান ও বিবেক বুদ্ধি নামক জিনিষটির সামান্য একটু পরিমাণও বিদ্যমান আছে তাদের এটা বুঝতে মোটেই কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে আমেরিকাই হলো বর্তমান দুনিয়ার সবচেয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসী রাষ্ট্র; তারা ইরাকে প্রায় এক যুগ ধরে অব্যাহতভাবে তাদের সন্ত্রাসী সৈন্যদের দিয়ে নিস্পাপ শিশু ও নারীসহ লক্ষ লক্ষ সাধারণ নিরীহ মানুষকে হত্যা করে চলছে, আফগানিস্তানে চলছে তাদের নির্মম হত্যাযজ্ঞ, সোমালিয়ায় চলছে তাদের মুসলিম হত্যার পৈশাচিক কর্মকাণ্ড, পাকিস্তানের সিমান্ত এলাকায় চলছে মুসলিমদের রক্ত নিয়ে একই ধরণের বর্বর নারকীয় হোলিখেলা। এমন আরো অনেক দেশ থেকে তারা যখন যাকে চায় তাকে তারা তাদের গোপন সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, মুসলিম অধ্যুসিত এলাকায় যখন যেখানে চাচ্ছে বোমাবাজি করছে। ইরাক যুদ্ধ আরম্ভের পুর্বে তাদের আরোপিত নিষেধাজ্ঞার ফলে দশ লক্ষাধিক মানুষ মারা যায় এবং গোটা ইরাকী জনগন আজ যে দারিদ্রতার মধ্যে বসবাস করছে তার কারণ ছিলো সেই অবরোধ, ওষুধ সহ স্পর্ষকাতর পণ্য পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে ছিলো না যার কারণে বিভিন্ন রকম রোগ ব্যধি ছড়িয়ে পড়ে। এই হলো 'জনদরদী' আমেরিকার 'মহৎ' কর্মকাণ্ডের সামান্য বিবরণ।

গ. মৌলবাদী, চরমপন্থি ও সন্ত্রাসীদের (অর্থাৎ মুজাহিদদের) প্রতি কোনো রকম সম্মান প্রদর্শন করা কিংবা তাদের কোনো প্রশংসা থেকে বিরত থাকতে হবে।

ঘ. তাদেরকে জণগনের সামনে মানসিক বিকারগ্রস্থ এবং কাপুরুষ হিসেবে উপস্তাপন করতে হবে, প্রতিপক্ষের বীরযোদ্ধা হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে না।

অনেক সময় এমন হয় যে শত্রু হওয়া সত্তেও তার ব্যক্তিগত বিরোচিত গুণাবলীর কারণে আপনি তার প্রশংসা করতে বাধ্য হবেন। যেমন ধরুন মনের একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর বিরত্বের ইতিহাস পশ্চিমারা গোপন করতে পারেনি। ইতিহাসে বিভিন্ন সময় আমরা বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির লোকদের মাঝে আমরা যুদ্ধ বিগ্রহ সংগঠিত হতে দেখি। সেক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই যে এক পক্ষ অন্য পক্ষের প্রতি ন্যূনতম একটা মানবীয় সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। হয়তো দেখা যাবে এক দল অন্য দল সম্পর্কে বলছে যে, হ্যা, তারা আমাদের শত্রু বটে তবে তারা যে সাহসী বীর যোদ্ধা এটাও সত্য। কিন্তু এই বেনার্ড এর মতে এই ন্যূনতম নীতিবান সৈনিক সুলভ আচরণও মুজাহিদদের সাথে করা ঠিক নয়। সে বরং আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলছে যে তাদেরকে মানসিক বিকারগ্রস্থ এবং ভীতু কাপুরুষ হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। মুজাহিদদেরেকে আমরা এই **'কাওয়ার্ডলী'** বা ভীতু কাপুরুষ হিসেবে আখ্যা দেয়ার ব্যপারটা আমরা দির্ঘ দিন থেকে শুনে আসছি এবং খুবই আশ্চর্য বোধ করছি তাদের কথা শুনে। আরও আশ্চর্য হচ্ছি একারনে যে কুফফাররা না হয় তাদের শত্রুতার কারণে বলছে, কিন্তু কিছু মুসলিম নামধারী লোকও তোতা পাখির মতো তাদের সুরে সুর মিলিয়ে একই কথা বলে যাচ্ছে।

তবে আমি এখনো বুঝতে পারছি না যে ইসরাইলের সন্ত্রাসী সৈন্যদেরকে, যারা বুলেট প্রুফ জ্যাকেট ও স্টিলের হেলমেট পরে, বালুর ব্যাগের পিছনে ভীতুর মতো লুকিয়ে অবস্থান করা সত্ত্বেও ফিলিস্তিনি বাচ্চাদের ছোড়া পাথরের ভয়ে পালিয়ে যায়, তাদেরকে কিভাবে বীর পুরুষের সার্টিফিকেট দেয়া হচ্ছে! অথচ যে ফিলিস্তিনি বাচ্চারা খালি গায়ে ট্রাউজার আর টিশার্ট পরে কোনো রকম আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া হাতে শুধু পাথর নিয়ে তাদেরকে ধাওয়া করে যাচ্ছে তারা কিভাবে ভীতু কাপুরুষ হয়ে গেলো? আমার কিছুতেই তা বুঝে আসে না!!!

একইভাবে আমার বুঝে আসে না আমেরিকার যে **'বীর পুরুষেরা'** নিশছিদ্র নিরাপত্তার মধ্যে থেকে, বুলেট প্রুফ সামরিক যানের মধ্যে বসে ট্রিগার টিপে যুদ্ধ করে কিভাবে তারা বীর পুরুষ উপাধী পায়! পক্ষান্তরে সামান্য হালকা অস্ত্র নিয়ে গেরিলা যুদ্ধে যে ইরাকী মুজাহিদরা আমেরিকান সৈন্যদের হৃৎপিণ্ডে কম্পন ধরিয়ে দিলো তারা কিভাবে কাপুরুষ হয়ে গেলো!

আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না, যেসব মুসলিম বীর যোদ্ধারা কোনো বেতনভোগী সৈন্য নয়, যারা সেচ্ছায় সজ্ঞানে, স্বানন্দে নিজের জীবনটাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির বিনিময়ে কোরবানী করে দেয়, যারা তাদের আদর্শ বিশ্বাসকে বাচিয়ে রাখার জন্য জীবনটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে সামনে এগিয়ে যায়, যারা হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করে নেয় সেই মহান শহীদগন কিভাবে কাপুরুষ হয়ে গেলেন! অথচ এসব কুফফারদের সাথে সাথে মুসলিম নামধারী কিছু কুলাঙ্গারও তোতা পখির মতো তাদেও সুরে সুর মিলিয়ে একই কথা বলে যাচ্ছে।

ঙ. মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী (মুজাহিদ) ব্যক্তি ও সংগঠনের দুর্নীতি, কপটতা ও অনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কে তদন্ত করে (তাতে মিথ্যার প্রলেপ দিয়ে) জনসমক্ষে প্রকাশ করা।

আসলে সে যা বলতে চেয়েছে তা হলো, তাদের নামে মিথ্যা বানোয়াট কাহিনী তৈরী করে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে আসামী বানিয়ে জেল জরিমানা সহ চরম ভয়াবহ শাস্তি দেয়া উচিত। এমনই এক মিথ্যা মামলার শিকার হলেন আমেরিকার একজন ইমাম জামিল আমীন; একজন পুলিশ অফিসারকে হত্যার অভিযোগে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়।

হুমাইদান আত তুর্কী, ডেনভার কলারোডার আল বাশীর পাবলিকেশনের প্রধান; তাকে তার গৃহ পরিচারিকাকে ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত করে যাজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। কি জঘণ্য ষড়যন্ত্রই না এরা করতে পারে!

আমরা এমন অসংখ্য ব্যক্তির উদাহরণ আপনাদের সামনে পেশ করতে পারি যাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য, মান ইযযত ধুলোয় মিশিয়ে দেয়ার জন্য, জনমনে তাদের আধ্যাত্মিক প্রভাব খর্ব করার জন্য তাদের নামে জঘন্যতম নিকৃষ্ট বানোয়াট কাহিনী তৈরী করে তাদেরকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে। এর আর একটি জলন্ত উদাহরণ হলো গুয়ান্তনামো বেতে নিযুক্ত ইমাম ক্যাপ্টেইনই। আল্লাহ তায়লাই ভালো জানেন তার বিরুদ্ধে তাদের এই জঘন্যতম ষড়যন্ত্রের পিছনে কি কারণ ছিলো। খোদ আমেরিকা সরকারের নিযুক্ত একজন মেরিন সৈন্য হয়েও সে তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। তার কোনো না কোনো আচরণ হয়তো তাদের মনপুতঃ হয়নি, ব্যস! আরম্ভ হয়ে গেলো ষড়যন্ত্র! তারা প্রথমে তাকে গোয়েন্দাবৃত্তির দায়ে অভিযুক্ত করে বললো যে, সে সিরিয়ার কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচার করেছে। এরপর এ অভিযোগ যখন তারা ধোপে টিকাতে পারলো না তখন তারা আর একটি নিকৃষ্টতম অভিযোগ আনলো। তারা তার ল্যাপটপে পর্নোগ্রাফী রাখার অভিযোগ আনলো, ব্যভিচারের অভিযোগ এনে তার পারিবারিক জীবন ধংস করে দেয়ার চক্রান্ত করলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের কোনো অভিযোগই ধোপে টিকলো না এবং তারা তার বিরুদ্ধে আনীত সব অভিযোগ খারিজ করে দিতে বাধ্য হলো।

ইউ এস নিউজ এন্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট আরো বলছে যে, বিভিন্ন দেশে সি আই এ বর্তমানে বেশ কিছু কার্যকরী অভিনব পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে জঙ্গি (মুজাহিদ) সংগঠনের সদস্য সংগ্রহকারী ও আমেরিকা বিদ্বেষি আলিম ওলামাদেরকে নিস্ক্রিয় করে দেয়া। আলিম ওলামা পরিচয়ধারী লোকদেরকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা আর এক জঘণ্য ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছে। তাই তারা প্রস্তাব করছে যে,

"তোমরা যদি দেখতে পাও যে রাস্তার এক প্রান্তে মোল্লা ওমর একটি কাজ করছে তাহলে রাস্তার অপর পাশে তোমরা মোল্লা ব্র্যাডলিকে বসিয়ে দাও তার বিরোধিতা করতে।"

আমার সত্যিই আশ্চর্য বোধ করি যে মুসলিম বিশ্বে আজ আলিম ওলামা পরিচয়ধারী কতো অসংখ্য **মোল্লা ব্র্যাডলীরা** কুফফারদের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে!

তার পরবর্তি প্রস্তাবনা হলোঃ

চ. মৌলবাদীদের (মুজাহিদদের) মধ্যে দলাদলি ও বিভাজন সৃষ্টি করা ।

প্রিয় ভাই ও বেনেরা! আমরা শুধু আমেরিকার রাজনৈতিক ও সামরিক আগ্রাসনেরই শিকার নই, আমরা তাদের মিথ্যাচারী আগ্রাসনেরও শিকার।

তারা আমাদের কাছে আমাদের সেই সকল ভাইদের সম্পর্কে মিথ্যাচার করে তাদের পুতঃ পবিত্র চরিত্রে কালিমা লেপন করতে চাচ্ছে যারা আমাদের জন্য, এই আপনার ও আমার জন্য, এই মুসলিম উম্মাহকে সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করার জন্য বাবা-মা, স্ত্রী-পুত্র, আপনজন আরাম আয়েশ, ধন সম্পদ সব কিছু ফেলে আল্লাহর পথে নিজেদের জীবন বাজী রেখে লড়াই করে যাচ্ছে। তারা তাদের নামে অবিরাম মিথ্যাচার করে যাচ্ছে, যাতে করে আমাদের অন্তরে সেই সকল মুজাহিদ ভাইদের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষের বীজ বপন করতে পারে এবং আমাদের মধ্যে দলাদলি বিভাজন তৈরী করতে পারে। কতো ন্যক্কারজনকভাবে প্রকাশ্যে এই মহিলা বলছে যে '**আমরা মৌলবাদীদের মধ্যে বিভাজন ও দলাদলী তৈরী করতে চাই।**'

যেমন আমরা দেখতে পাই যে, দুনিয়াতে যেখানেই কোনো ইসলামী দল আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করতে যায় তখন তাদের চরিত্র হনন ও তাদের গ্রহনযোগ্যতাকে ভুলুণ্ঠিত করার জন্য এমন

কোনো হীন পন্থা নেই যা তারা অবলম্বন করে না। অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যপার হলো যে আমেরিকার মিথ্যাচার ও পশ্চিমা মিডিয়া আগ্রাসনের শিকার হওয়ার কারণে অনেক নির্বোধ মুসলমানরাও কুফফারদের সুরে সুর মেলায়।

হে মুসলিম ভাই ও বোনেরা! তাদের মিডিয়া আগ্রাসন ও তথ্য সন্ত্রাসের ব্যাপারে আমাদের খুবই সতর্ক হওয়া উচিত। আমাদের মুসলিম (মুজাহিদ) ভাইদের বিরুদ্ধে কুফফাররা যেসব তথ্য দেয় তার উপর কখনোই বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নয়। তথ্য জানার দরকার হলে অবশ্যই তা নির্ভরযোগ্য মুসলিমদের পরিবেশিত উৎস থেকে জানা উচিত। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলছেন,

إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا

যদি তোমাদের কাছে কোনো ফাসিক কোনো সংবাদ নিয়ে আসে তাহলে তোমরা তা অবশ্যই যাচাই বাছাই করে দেখবে । (সূরা আল হুজুরাতঃ ৬)

একজন ফাসিক বা পাপাচারী মুসলিম কোনো তথ্য সরবরাহ করলে তার ব্যপারেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যাচাই বাছাই করে তার তথ্য গ্রহন করো। ফাসিক মুসলিমের ব্যপারেই যদি এতো কঠোরতা আরোপ করা হয় তাহলে তথ্য সরবরাহকারীরা যদি হয় কাফির তাহলে সে তথ্যের উপর আস্থা রাখা কিছুতেই কি বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে? অতএব আমরা কোন ব্যক্তি থেকে, কোন পত্রিকা থেকে, কোন টিভি চ্যানেল থেকে, কোন ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করছি সে ব্যাপারে আমাদের খুবই সতর্ক থাকা উচিত।

উদাহরণ স্বরূপ আমরা আফগানিস্তানের তালিবান শাসনের কথা বলতে পারি। তারা যখন আফগানিস্তানে ইসলামী শাসনব্যবস্থা জারী করেছিলো তখন আপনারা তাদের ব্যপারে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে অনেক মিথ্যাচার ও বানোয়াট কল্প কাহিনী শুনেছিলেন। এই পশ্চিমা কাফিররা ও তাদের দোসররা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই ন্যক্কারজনক মিথ্যাচার এ জন্যই করেছিলো যাতে উম্মাহর মধ্যে অনৈক্য তৈরী হয় এবং মুসলিম উম্মাহর মনে তালিবানদের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ জন্ম হয় যার ফলে তারা তাদেরকে ঘৃণা করতে শুরু করে। একইভাবে সোমালিয়াতে যখন ইসলামী শাসনব্যবস্থা জারী করা হলো তখনও তারা তাদের ব্যাপারে একই রকম মিথ্যাচার আরম্ভ করে দিলো। অতএব কুফফারদের প্রপাগাণ্ডা সম্পর্কে আমাদেরকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

এই হলো র‍্যান্ড ইনস্টিটিউশন প্রকাশিত রিপোর্টে উল্লেখিত কিছু প্রস্তাবনা যার মানদণ্ডে তারা আধুনিক র‍্যান্ড মুসলিম ও চরমপন্থি সত্যিকার মুসলিমদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। এই কুফফারদের এসব ঘৃণ্য চক্রান্ত ষড়যন্ত্র ৯/১১ এর পুর্বে যে একেবারে ছিলো না তা নয়, কিন্তু ৯/১১ তাদের এই চক্রান্তে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই আলোচনাতেই আমি ইতিপূর্বে ইউ এস নিউজ এন্ড ওয়ার্ল্ড রিপের্টের বক্তব্য তুলে ধরেছিলাম যেখানে তারা বলেছে,

“After repeated missteps since the 911 attacks, the US government has embarked on a campaign of political warfare unmatched, since the height of the cold war.”

অর্থাৎ **“৯/১১ এর আক্রমনের পর বারবার ভুল পদক্ষেপ নিলেও ওয়াশিংটন এখন ঠিকই লক্ষ্যভেদী পাল্টা আক্রমন হেনে যাচ্ছে । স্নায়ু যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের চেয়েও আরো ব্যপক রাজনৈতিক যুদ্ধের প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার।”**

অতএব বোঝা যাচ্ছে যে এই মনস্তাত্বিক যুদ্ধ ৯/১১ পুর্ববর্তি অবস্থাতেও বিদ্যমান ছিলো। এই সাতটি বছর ধরে আমেরিকা অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। তারা তাদের গোয়েন্দা সংস্থার শক্তি, অর্থবল, জনবল তথা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে ইসলামকে বিকৃত করার জন্য।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, বৃটিশ সাম্রাজ্য তাদের সমকালিন সময়ের সবচেয়ে বড় পরাশক্তি ছিলো, গোটা দুনিয়ার নৌপথের উপর তারা নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করেছিলো, তাদের বিপরীতে এখন আমরা দেখতে পাই যে আমেরিকা নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করেছে জলপথ, স্থল পথ ও আকাশ পথ তথা সকল দিক থেকে।

আমেরিকা তার প্রতিরক্ষা খাতে যা ব্যয় করে তা তার পরবর্তি ১৪টি দেশের সম্মিলিত প্রতিরক্ষা ব্যয়ের সমান এবং তা গোটা পৃথিবীর সকল দেশের সম্মিলিত প্রতিরক্ষা ব্যয়ের অর্ধেক। শুধু তাই নয়, আমেরিকা তার প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়নের কাজে যে পরিমান অর্থ ব্যয় করে গোটা দুনিয়ার সকল রাষ্ট্র মিলেও তাদের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়নে তার সমপরিমান অর্থ ব্যয় করে না।

(অতিতের বৃটিশ আর বর্তমানের) এই যুক্তরাষ্ট্র, আমাদের এই সময়ের সর্ব বৃহৎ পরাশক্তি, প্রায় গোটা দুনিয়া যাদের সেনা বাহিনীর করতলে, যারা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করে চলছে, কিন্তু এই মনোস্তাত্বিক যুদ্ধে এরা কখনোই সত্যিকার মুসলমদেরকে পরাজিত করতে পারেনি, এখনো পারছে না এবং ভবিষ্যতেও পারবে না। একথা আজ তাদের মুখ দিয়েই বেরিয়ে আসছে।

পাবলিক ডিপ্লমেসি ও ব্রুকলিন ইনস্টিটিউটের শিবলী তালহামী নামক এক স্কলার যিনি নিজে হোয়াইট হাউজ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত উপদেষ্টামণ্ডলির সদস্য তিনি বলেন,

“যুক্তরাষ্ট্র যা করছে তা ব্যর্থতার চেয়েও জঘণ্যতম, কারণ ব্যর্থতার অর্থ হলো আপনি কোনো কিছু করার চেষ্টা করলেন কিন্তু কোনো কারণে সফল হতে পারলেন না। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ৯/১১ এর তিন বছর পর আমেরিকার প্রতি গোটা আরব ও মুসলিম বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি আরো খারাপ হয়েছে, আমেরিকার প্রতি তাদের অবিশ্বাস, অনাস্থা ও ঘৃণা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বয়ংক্রিয় ভাবেই বিন লাদেন এই যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে যাচ্ছে।”

অতএব এটা স্পষ্ট যে তাদের যাবতীয় অপচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলছে। বেনার্ড এবং তার র‍্যান্ড ও পেন্টাগনের সহকর্মীদের জানা উচিত যে তাদের সকল ষড়যন্ত্র শুধু ব্যর্থই হচ্ছে না বরং বুমেরাং হতে চলছে, কারণ আল্লাহ তায়ালাই হলেন সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী।

হে বেনার্ডদের সাথী সঙ্গীরা, তোমরা ভালো করে জেনে রাখো! এই মৌলবাদীরা, এই চরমপন্থিরা যাদেরেকে তোমরা অবজ্ঞা করছো এরা শুধু ইরাক ও আফগানিস্তানে বিজয় লাভ করেই ক্ষান্ত হবে না, বরং তাদের অগ্রযাত্রা অবিরাম অব্যাহত থাকবে যতোক্ষন না তারা তোমাদের মানব কিট ইহুদীগুলোকে পবিত্র ভুমি থেকে বের করে দিয়ে জেরুসালেমের চুড়ায় তাদের বিজয়ের কেতন না উড়াবে।

হে কুফফাররা তোমাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য, কারণ আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেন

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

কাফির রা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে মানুষকে আল্লাহর পথে যেথে বাধা দেয়ার জন্য, তারা তাদের সম্পদ এভাবে ব্যয় করতে থাকবে, অতঃপর তাদের এ ব্যয় তাদের জন্য অনুশোচনার কারণ হয়ে দাড়াবে (সব হারিয়ে নিঃস হয়ে) অতঃপর তারা পরাজিত হবে, আর কাফির দেরকে সব শেষে হাঁকি য়ে জড় করা হবে জাহান্নামে । (সূরা আল আনফালঃ ৩৬)

তারা তাদের মিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করবে এবং তা তাদের জন্য অনুতাপ অনুশোচনা আর পরাজয়ের গ্লানী ছাড়া কিছুই বয়ে আনতে পারবে না। আর সব শেষে তাদের জন্য তো অপেক্ষা করছে মর্মআন্তিক শাস্তির স্থান জাহান্নাম।

আদর্শ বিশ্বাসের এই দন্দ্ব সংঘাত, মতাদর্শের এই লড়াই প্রত্যক্ষ সামরিক লড়াইয়ের চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যে আদর্শ বিশ্বাস মুসলিমদের ধারণ করা উচিত তা নিয়ে আপষহীনভাবে কথা বলাটাও অনেক জরুরী। কারণ সামরিক বিজয়ের চেয়েও আদর্শিক বিজয় এখানে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তাই তো আমরা দেখতে পাই যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরা আল বুরুজে যখন **আসহাবুল উখদুদের** কথা বলেছেন তখন তাদেরকে বিজয়ী ঘোষণা করে বলেছেন,

ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ

এটা মহান বিজয়, মহা সাফল্য। (সুরা বুরুজঃ **১১**)

অথচ আমরা জানি যে আসহাবুল উখদূদের ঘটনায় মুসলিমগন তো সামরিক দিক থেকে একেবারেই পরাজিত হয়েছিলেন, পরিখা খনন করে তাতে আগুন জালিয়ে তাদেরকে আগুনে ফেলে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়েছিলো। কিন্তু তার পরও তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা মহান বিজয়ী বলার কারণ হলো তারা তাদের ঈমান, আদর্শ ও বিশ্বাসে এতোটাই অটল অবিচল ছিলেন যে জ্বলন্ত আগুনের সামনে দাড়িয়েও তারা বিন্দু মাত্র বিচলিত হননি[2]।

---

[2] শুয়ায়ব রাঃ বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের পুর্ববর্তীদের মধ্যে একজন রাজা ছিল, তার একজন জাদুকর ছিল। সে জাদুকর যখন বৃদ্ধ হয়ে গেল তখন সে রাজাকে বলল, আমি এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আপনি আমার কাছে একটি বালককে নিয়ে আসুন যাতে আমি তাকে জাদু শিক্ষা দিয়ে যেতে পারি। তার কথা মত রাজা তার কাছে একটি বালককে পাঠাল জাদু শিখতে। বালকটি যখনই তার কাছে যেত পথিমধ্যে (ঈসা আঃ এর উম্মতের) এক আলিমের সাথে তার দেখা হত। আর সে তার কাছে বসে তার কথাবার্তা শুনত এবং তার কথাবার্তার প্রশংসা করত। সেই আলিমের কাছে সময় ক্ষেপনের কারনে জাদুকরের কাছে যেতে তার দেরী হয়ে যেত, আর এটা তার জন্য সমস্যার কারন হয়ে দাঁড়াল। বিষয়টি আলিমকে অবহিত করলে সে তাকে বলল, দেরী হওয়ার কারনে তুমি যদি তোমার নিজ লোকদের থেকে কোন আশংকা কর তাহলে তাদেরকে বলবে, জাদুকর আমার দেরি করিয়ে দিয়েছে, আর জাদুকর যদি তোমাকে কিছু বলে তাহলে বলবে আমার লোকেরা আমার দেরি করিয়ে দিয়েছে। এরপর বালকটি এভাবে কিছু দিন চলল।

এরপর একদিন একটি ঘটনা ঘটল, বালকটি দেখতে পেল দানব আকৃতির একটি জন্তু এসে এমনভাবে রাস্তা দখল করে নিল যে লোকেরা আর রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে পারছিলনা। এ অবস্থা দেখে বালকটি বলল, আজ আমি জেনে নিব জাদুকর উত্তম না ঐ আলিম উত্তম। এরপর সে একটি পাথর হাতে নিয়ে বলল, হে আল্লাহ, তোমার কাছে যদি যাদুকরের চেয়ে ঐ আলিমের কর্মকাণ্ড অধিক পছন্দনীয় হয় তাহলে তুমি এই জন্তুটাকে হত্যা করে ফেল, একথা বলে সে পাথরটি নিক্ষেপ করার সাথে সাথে জন্তটি মারা গেলো, আর লোকেরা সানন্দে রাস্তা পার হয়ে গেলো। বালকটি গিয়ে আলিম

অতএব সামরিক ময়দানের চেয়েও অনেক সময় মুসলিম জাতির মন মনন, চিন্তা চেতনা, আদর্শ বিশ্বাস অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত, অনেক সাধারণ মুসলিমরা যদিও আমেরিকা

সাহেবকে ঘটনাটি জানালে তিনি বললেন, তুমি এখন আমার চেয়েও উত্তম, আমার মনে হচ্ছে (ঈমানের সেই) উচু স্তর তুমি অর্জন করে ফেলেছ (যে স্তরে পৌঁছলে আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষা নিয়ে থাকেন), অতএব এখন তোমাকে (আল্লাহর তরফ থেকে) পরীক্ষা করা হবে, তবে তুমি যদি কখনও কোন কঠিন পরীক্ষায়ও পড় তবুও আমার কথা কাউকে বলবে না।

বালকটি এরপর থেকে, জন্মান্ধত্ব, কুষ্ঠ, শ্বেত ইত্যাদি জটিল কঠিন বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করতো। ঘটনাক্রমে ঐ দেশের রাজ পারিষদের অন্ধ এক লোক এই বালকটির কথা শুনল। সে তার জন্য এক গাদা বিভিন্ন রকম উপঢৌকন সামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হয়ে বলল, এই সব উপহার সামগ্রী তোমার জন্য, শর্ত হল তুমি আমাকে সুস্থ করে দিবে। বালকটি বলল, আমি নিজে কাউকে সুস্থতা দান করতে পারি না, সুস্থতা দান করেন একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। আপনি যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেন এবং তার কাছে কাকুতি মিনতি করেন তাহলে তিনি চাইলে আপনাকে সুস্থতা দান করবেন। এরপর সে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে তার কাছে দোয়া করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে সুস্থতা দান করেন।

এরপর সে রাজ সভায় ফিরে এসে তার পূর্বের স্থানে আসন গ্রহণ করল। তাকে দেখে রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করল, কে তোমার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিল? সে বলল, আমার প্রভু আল্লাহ তায়ালা। রাজা বলল, তুমি কি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে প্রভু হিসেবে গ্রহন করেছ? সে বলল, আমার এবং আপনার উভয়েরই প্রভু হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। এরপর রাজা তাকে বন্দি করে তার উপর অত্যাচার আরম্ভ করল, অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে একটা পর্যায়ে রাজার কাছে সে সেই বালকটির কথা বলে দিল। এরপর সে বালকটিকে ধরে নিয়ে আসা হল। রাজা বালকটিকে বলল, তোমার জাদু বিদ্যা কি আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে তুমি জন্মান্ধ, কুষ্ঠ, শ্বেত ইত্যাদি জটিল কঠিন রোগ ব্যধি ভাল করে ফেলতে পার? বালকটি বলল, আমি কাউকে আরোগ্য দান করতে করতে পারি না, আরোগ্য দান করেন একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা।

এরপর রাজা তাকে বন্দি করে তার উপর আত্যাচার করতে লাগল, এক পর্যায়ে বালকটি তাদেরকে সেই আলিমের কথা বলে দিল। তার পর সেই আলিমকে ধরে আনা হল এবং তাকে বলা হল, আপনি আপনার ধর্ম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যান, কিন্তু সে মুরতাদ হতে অস্বীকার করল, এরপর রাজা একটি করাত আনতে বলল, এরপর সেই আলিমের মাথার মাঝ খান থেকে তারা করাত চালাতে লাগল যতক্ষণ না সে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে গেলো।

এরপর রাজ পারিষদের সেই লোকটিকে বলা হল, তুমি তোমার ধর্ম পরিত্যগ করো (অন্যথায় তোমাকেও দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হবে); সেও ধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকার করল এবং তাকেও করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হল। তারপর সেই বালককে আনা হল এবং তাকেও তার ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যেতে বলা হল, বালকটিও মুরতাদ হয়ে যেতে অস্বীকার করলে কয়েক জন সৈন্যকে হুকুম দেয়া হল, তোমরা তাকে নিয়ে অমুক পাহাড়ের চুড়ায় আরোহণ করবে, তারপর সে যদি ধর্ম ত্যাগ করতে রাজি হয়ে যায় তাহলে তো ভাল, অন্যথায় তাকে পাহাড়ের চুড়া থেকে ফেলে দেবে। তারা তাকে নিয়ে পাহাড়ের চুড়ায় আরোহণ করলে বালকটি বলল, হে আল্লাহ তুমি আমাকে তাদের থেকে যেভাবে চাও বাচাও, একথা বলার সাথে সাথে পাহাড়টি এমন প্রচণ্ডভাবে কেপে উঠল যে তারা সব সেখান থেকে পড়ে (মরে) গেলো, আর বালকটি দিব্যি হাঁটতে হাঁটতে আবার রাজার কাছে চলে এল। রাজা জিজ্ঞাসা করল, তোমার সাথের লোকদের কি হল? সে বলল, আল্লাহ আমাকে তাদের হাত থেকে হেফাজত করেছেন।

এরপর রাজা তার কতিপয় সৈন্যকে বলল, তোমরা তাকে কোন একটি নৌযানে করে সমুদ্রের মাঝ খানে নিয়ে যাও, এরপর যদি সে তার ধর্ম পরিত্যগ করে তো ভাল, অন্যথায় তাকে সমুদ্রে ফেলে দিবে। তারা যখন তাকে সমুদ্রের মধ্যে নিয়ে গেলো তখন সে বলল, হে আল্লাহ তুমি আমাকে যে উপায়ে চাও তাদের হাত থেকে হেফাজত কর, তখন আকস্মিক তাদের নৌযানটি ডুবে গেলো এবং (সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে) বালকটি হেটে আবার রাজার কাছে চলে এল। রাজা জিজ্ঞাসা করল, তোমাকে যারা নিয়ে গিয়েছিল তাদের কি হল? সে বলল, আল্লাহ আমাকে তাদের থেকে হেফাজত করেছেন; সে তখন রাজাকে আরও বলল, আপনি আমাকে কিছুতেই হত্যা করতে পারবেন না, যতক্ষণ না আপনি তাই করবেন যা আমি আপনাকে হুকুম করি। রাজা বলল, কি তোমার সেই হুকুম? বালকটি বলল, আপনি দেশের সব মানুষকে একটি উচু স্থানে একত্রিত করুন এবং আমাকে শক্ত করে (একটি গাছের গুড়ির সাথে) বাধুন, এরপর আমার তুণীর থেকে একটি তীর ধনুকে লাগান এবং আমার গায়ে তীরটি নিক্ষেপ করার সময় বলুন, "সেই আল্লাহর নামে নিক্ষেপ করছি যিনি এই বালকের প্রভু"। নিক্ষেপের পর তীরটি বালকের মাথার খুলির উপরিভাগ ছুঁয়ে গেলো, এরপর যে স্থানে তীরটি লেগেছিল বালকটি সেখানে হাত দিয়ে স্পর্শ করল, আর তখন সে মারা গেলো। এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর উপস্থিত জনতা সকলে এক যোগে ঘোষণা করল যে, "আমরা সকলে এই বালকের প্রভুর উপর ঈমান আনলাম"।

রাজাকে বলা হল, আপনার উপর অবশেষে তাই আপতিত হল যার ভয়ে আপনি এত কিছু করলেন। এরপর রাজা হুকুম দিল রাস্তার মুখে মুখে গভীর গর্ত খনন করে তাতে আগুন জালাতে, গর্ত খনন করার পর সে হুকুম দিল যারা তাদের ধর্ম ত্যগ করতে অস্বীকার করবে তাদেরকে আগুনের মধ্যে ঝাপ দিতে হবে এবং ইমানদারগণ একে একে সেই আগুনে ঝাপ দিতে লাগলেন। এক পর্যায়ে এক ইমানদার মহিলা আসলেন যার সাথে একটি ছোট্ট শিশু বাচ্চা ছিল, তাই সে বাচ্চাটির কারনে আগুনে ঝাপ দেয়ার ব্যপারে দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগছিল, তাকে অবাক করে দিয়ে তার শিশু বাচ্চা বলে উঠল, হে মা, তুমি ধৈর্য ধারন কর, তুমি সত্যের উপর আছ। (অতঃপর সে বাচ্চা সহ ঝাপ দিয়ে জান্নাতে শহীদদের সাথে গিয়ে মিলিত হল।) (সাহীহ মুসলিম কিতাবঃ ৪২ হাদিস নং ৭১৪৮)

ও পশ্চিমাদের এসব চক্রান্তের ফলে প্রতারিত হয়েছে তবে এটাও সত্য যে তাদের এই চক্রান্তের ফলেই মুসলিম জাতির অনেক ঘুমন্ত শার্দুলেরা তাদের ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠেছে, অন্যথায় এত দিনে তারা হয়তো ব্রেইন ডেড হয়ে যেতো। বিশেষ করে যুবকদের মধ্যে এই পুনরুত্থান সত্যিই আশাব্যঞ্জক, অনেক যুবকদের মাঝে চিন্তা চেতনার স্বচ্ছতা, বুঝ ব্যবস্তার যে পরিপক্কতা লক্ষ করা যাচ্ছে তা সত্যিই আশা জাগায়।

বিশেষ করে পশ্চিমা দুনিয়ার দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের অনেক মুসলিম যুবকরা শত জঞ্জালের মধ্য থেকে বেছে ইসলামেরর যে বিশুদ্ধ আকীদা বিশ্বাস ও স্বচ্ছ ধ্যান ধারনা গ্রহণ করে চলছে তা সত্যিই বিস্বয়কর। এটা যেন ঠিক যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنْ الْمَيِّتِ

তিনি মৃত থেকে জীবনকে বের করে আনেন (সুরা আল আন'আমঃ ৯৫)

এই যুবকরা হলো সেই সিংহের দল যারা এতোদিন ঘুমিয়ে ছিলো, অথচ এই মনোস্তাত্বিক যুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যুহের প্রথম সারিতেই রয়েছে এরা। এদেরকেই এই যুদ্ধের প্রথম আক্রমন সামলাতে হচ্ছে। আল্লাহর মেহেরবানী যে তারা এতে মোটেই ভেঙ্গে পড়েনি, বরং তারা সত্যের পথে অবিচল দাড়িয়ে আছে।

মুসলিম হিসেবে তাদের যে দায়িত্ব সচেতনতা রয়েছে, দায়িত্ব পালনের যে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ রয়েছে, **আল ওয়ালা ওয়াল বারা** (আল্লাহর জন্য সম্পর্ক স্থাপন করা এবং আল্লাহর জন্যই সম্পর্কছেদ করা) এর ব্যাপারে তাদের মধ্যে যে আপষহীনতা লক্ষ করা যায়, দুনিয়াতে আল্লাহর বিধান তথা ইসলামী খিলাফাহ কায়েমের যে প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করে তা সত্যিই বিস্ময়কর! শুধু মনস্তাত্বিক দিক থেকেই নয়, বরং প্রয়োজনীয় অন্য অনেক ক্ষেত্রেই তাদের পুনরুত্থান লক্ষনীয়। সকল প্রসংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত, পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনেক মুসলিমরাই আজ তাদের ঘুম থেকে জেগে উঠছে।

اذا ارادالله شَيْئًا هىء له اسبابه

অর্থাৎঃ **আল্লাহ তায়ালা যদি কোনো কিছু চান তাহলে তিনি নিজেই তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ পরিস্থিতি ও উপায় উপকরণ প্রস্তুত করে দেন।** (আল কামিলের গ্রন্থকার ইমাম ইবন আসীর (রঃ) এর গৃহীত মূলনীতি)

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমেরিকা একটির পর একটি ভয়াবহ সাংঘাতিক ভুল করে যাচ্ছে। যেমন ইরাক যুদ্ধ, একথা আজ একেবারেই স্পষ্ট যে ইরাক আগ্রাসন আমেরিকার জন্য এক চতুর্মুখী ভয়াবহ বিপর্যয় বয়ে এনেছে। এটা শুধু আমাদের কথা নয় স্বয়ং আমেরিকার ফরেইন সার্ভিসের একজন অফিসার অকপটে বলে ফেলেছেন যে,

"বুশের ইরাক আগ্রাসনের যে ফলাফল একের পর এক প্রকাশিত হচ্ছে তাতে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতিতে এমন ব্যর্থতার উদাহরণ দ্বিতীয়টি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না এবং আরো ভয়াবহ ব্যপার হলো যে এই পরিস্থিতির কোনো শেষ দেখা যাচ্ছে না।"

আসলেই সত্য! এ পরিস্থিতির কোনো কুল কিনারা দেখা যাচ্ছে না, কেবল এর শুরুটিই আপনারা দেখছেন। **৯/১১** এর সাত বসর পরও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আল্লাহর রহমতে আফগানিস্তান, ইরাক, চেচনিয়া,

ফিলিস্তিন ও সোমালিয়াতে আল্লাহর এমন এক দল বান্দারা রয়েছেন যারা আপষহীনভাবে সত্যের পথে পাহাড়ের মতো অটল অবিচল দাড়িয়ে আছেন। ৯/১১ পূর্ববর্তী সময়ে পরিস্থিতি এমন ছিলো না। এসব কিছুর মধ্য দিয়ে মুসলিমদের জন্য ধিরে ধিরে অনুকুল পরিস্থিতি তৈরী হচ্ছে।

বুশের ইরাক আক্রমন তাদের জন্য কী ফলাফল বয়ে এনেছে ?

ইসলামী রাষ্ট্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার একটি সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। যে জিনিষের ভয় তাদেরকে সারাক্ষণ তাড়া করে ফিরছিলো, যে রাষ্ট্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা রোধ করার জন্য তাদের এই সব যুদ্ধ-বিগ্রহ, চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র সম্পুর্ণ অনভিপ্রেতভাবে তাদেরই কর্মকান্ড সেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ তৈরী করে দিলো। আসলে এটা হলো মহান আল্লাহ তায়ালার একটি ফাঁদ যা তিনি তাদের জন্য পেতেছেন। প্রত্যেক ফেরাউনের জন্যই আল্লাহ তায়ালা একজন মূসাকে পাঠান, আর এই বিংশ শতাব্দির ফেরাউনী রাষ্ট্র আমেরিকাকে শায়েস্তা করার জন্য আল্লাহ তায়ালা আমেরিকাকে দিয়ে ফেরাউনের সেই আচরনই করাচ্ছেন যে আচরণ করলে এর পরিনতিও অতিতের ফেরাউনের মতোই হবে। আর নিয়তির এই মহা ভুল পদক্ষেপ নেয়া থেকে এরাও বিরত থাকতে পারবে না। অতিতের ফেরাউন যেমন অনেক হিসাব নিকাষ কষে তার ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছিলো এবং তার পরিকল্পনা করেছিলো, কিন্তু তারা টেরই পাইনি যে তাদেরকে দিয়ে সেসব পরিকল্পনা মুলত আল্লাহ তায়ালাই করাচ্ছিলেন যাতে তিনি তাদেরকে দুনিয়া থেকে মুছে দিয়ে মুসা *(আলাইহিস সালাম)* ও বনী ইসরাঈলদেরকে বিজয় দান করতে পারেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমেরিকার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটছে, ঠিক যেন ইতিহাসের হুবহু পুনরাবৃত্তি; তারা নিজেরা নিজেদেরকে টেনে এনে এমন এক মৃত্যু কুপের মধ্যে ফেলেছে যে এখন আর শত ইচ্ছা করলেও সে কুপ থেকে তারা নিজেদেরেকে বের করতে পারছে না।

আমি আপনাদেরকে অতি সামপ্রতিক সময়ে ঘটে যাওয় একটি ঐতিহাসিক ঘটনা শুনাতে চাই। ঘটনাটি হলো- ইরাকের রাজধানী বাগদাদে নতুন করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আপনাদের অবগতির জন্য বলছি, এই বাগদাদ হলো সেই নগরী যার সাথে ইসলামী ইতিহাস ঐতিহ্যের রয়েছে এক গভীর ও অবিচ্ছেদ্ধ সম্পর্ক। এই বাগদাদ হলো আল্লাহর রসূলের চাচা আব্বাস *(রাদি আল্লাহু আনহু)* এর বংশধরদের প্রতিষ্ঠিত আব্বাসী খিলাফাতের রাজধানী, তারাই বাগদাদকে ইসলামী খিলাফাতের রাজধানী বানিয়েছিলেন। মুসলিম সভ্যতার উন্নতি অগ্রগতি, মুসলিম বিজ্ঞানীদের জ্ঞান গবেষণা, আবিষ্কার উদ্ভাবনা ইত্যাদির সাথে বাগদাদের রয়েছে সুদীর্ঘ আলোকিত ইতিহাস। তাদের সময়ে বাগদাদ ছিলো পৃথিবীর বৃহৎতম নগরীগুলোর একটি, বেশ কয়েক শতাব্দি ধরে বাগদাদ মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে এই জাতিকে সেবা দিয়েছে। সুতরাং এই ঐতিহাসিক বাগদাদ নগরীতে পুনরায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘটনা নিশ্চয়ই অনেক গুরুত্ব বহন করে। আরো একটি বিষয় হলো বর্তমানে যার নেতৃত্বে এই রাষ্ট্র ঘোষণা দেয়া হচ্ছে তিনি হলেন হযরত আলী *(রাদি আল্লাহু আনহু)* এর একজন বংশধর।

তবে পশ্চিমা বিশ্ব এই ঘটনাটি জেনেও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে না জানার ভান করছে, যাতে করে ঘটনাটি মুসলিম জাতি জেনে না যায়।

এখন এই রাষ্ট্র পরবর্তি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী খিলাফাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত টিকে থাক কিংবা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে শত্রুদের ঘৃন্য ষড়যন্ত্রের কারণে তা ধ্বংস হয়ে যাক তাতে কিছুই আসে যায় না। সর্বাবস্থায় এটি একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহনকারী মুহুর্ত। ইরাকী মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্র টিকে থাক কিংবা না থাক সেটা কোনো বিষয় নয়, কারণ আমরা আমাদের আশা ভরসাকে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর উপর নির্ভরশীল করতে চাই না, এটা মুসলিমদের পদ্ধতি নয়। মুসলিম জাতি প্রজন্মের পর প্রজন্ম দুনিয়াতে আসতে থাকবে এবং প্রত্যেকে তার উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে থাকবে, কিন্তু মুসলিম জাতি ভরসা ও নির্ভর করবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উপর, অন্য কারো উপর নয়। এমন কি ইসলামের পরিণতি স্বয়ং মুহাম্মাদ *(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)* এর উপরও নির্ভরশীল নয়। তাই তো আমরা দেখতে পাই যে যখন রসূলুল্লাহ *(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)* ইন্তেকাল করেন তখন আবু বকর *(রাদি আল্লাহু আনহু)* মুসলিমদেরকে বলেছিলেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ

মুহাম্মাদ একজন রসূল ব্যতিত কিছুই নন, তার পূর্বেও অনেক রসূল গত হয়ে গিয়েছেন, তিনি যদি মারা যান বা নিহত হন তাহলে তোমরা কি তোমাদের পিছনের (জাহিলী যুগের) দিকে ফিরে যাবে ? (সূরা আলে ইমরানঃ ১৪৪)

অতএব এই ইসলামী রাষ্ট্রের ভষ্যিত যাই হোক, টিকে থাকুক বা ধ্বংস করে দেয়া হোক তাতে কিছুই আসে যায় না। বরং এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণাই এখানে এক বিশাল ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক মুসলিমগন এই ঐতিহাসিক ঘটনা ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে অনবহীত। তবে কেউ জানুক কিংবা না জানুক, এই রাষ্ট্র টিকে থাকুক কিংবা না থাকুক এই ঘোষণা দির্ঘ দিন ধরে একটি আদর্শের তাত্ত্বিক জগতে অবস্থান থেকে বাস্তবতার জগতে আগমনের এক ঐতিহাসিক মুহুর্ত। ইসলামী শাসন ব্যবস্থা, ইসলামী খিলাফাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এখন আর নিছক কোনো তত্তকথা নয়, এটা এখন পরিণত বাস্তব সত্য। এই ঘটনা বর্তমান সময়ের আরো একটি সত্য পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছে; আর তা হলো এই যে মুজাহিদগন, এরা এখন আর তাদের কষ্টার্জিত বিজয়ের সুফল অন্যদেরকে নির্বিঘ্নে ভোগ করার জন্য ছেড়ে দিবে না, তাদের উদ্দেশ্য এখন আর শুধু দখলদারদেরকে তাড়িয়ে দেশকে তাদেরই স্থানীয় দোসর মুনাফিক শাসকদের হাতে ছেড়ে দেয়া নয়; বরং জীবন বাজি রেখে তাদের এই লড়াই করার উদ্দেশ্য হলো ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যা ভবিষ্যতে বিশ্বব্যপি ইসলামী খিলাফাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভুমিকা পালন করবে।

প্রিয় ভাই ও ও বোনেরা! গোটা দুনিয়ার ঘটনা প্রবাহ লক্ষ করলে আপনারা এটা নিশ্চিত বুঝতে পারবেন যে আমরা একটু একটু করে দুনিয়ার কাল পরিক্রমা সম্পর্কে আল্লাহর রসুল *(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)* এর সেই হাদীসের শেষ অংশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি যেখানে তিনি বলেছেন,

ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ

অর্থাৎঃ **সব শেষে আবার নবুওয়তের ধারায় খিলাফাহ ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন ঘটবে ।** (নুমান বিন বশীর *(রাদি আল্লাহু আনহু)* এর বর্ণনায় মুসনাদে আহমাদে সংকলিত। শাইখ আলবানী হাদিসটিকে তার সিলসিলাতুস সাহিহার ৫ম খণ্ডে সাহিহ বলে উল্লেখ করেছেন।)

ইরাকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা সম্পর্কে আমেরিকার না জানার কোনো কারণ নেই, কেননা তাদের সৈন্যরা সেই ইসলামী রাষ্ট্রের সৈন্যদের সাথে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত। এমন কি তারা এই রাষ্ট্র প্রধানকে একটি কাল্পনিক চরিত্র বলে আখ্যা দিয়েছে। তারা সম্পুর্ণ ওয়াকিফহাল হওয়া সত্ত্বেও না জানার ভান করে মুখে

কুলুপ এঁটে বসে আছে। কারণ তারা খিলাফাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ঠ সচ্ছ ধারণা রাখে, তারা এর ব্যপকতা, কার্যকারিতা এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী ব্যবস্থার প্রতি খিলাফাহ ব্যবস্থা যে ভয়াবহ বিপদ বয়ে আনবে তা তারা ভালো করেই জানে। তারা চায় না মুসলিম জাতি এই তথ্য জেনে যাক, তারা চায় না এই তথ্য শুনে মুসলিম জাতি আবার ঘুম থেকে জেগে উঠুক। এজন্য তারা সর্বাত্নক চেষ্টা করছে এই সংবাদটিকে ধামাচাপা দিতে। কিন্তু আমরা জানি যে এই ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে তারা দশ লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল যৌথ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা সত্তেও আল্লাহর মেহেরবানীতে তারা অটল অবিচলভাবে তাদের মোকাবেলা করে যাচ্ছে।

খিলাফা ব্যবস্থার ব্যপারটিকে পশ্চিমারা দির্ঘ দিন হয়তো ভুলে গিয়েছিলো অথবা পিছনে ফেলে রেখেছিলো, কিন্তু বর্তমান সময়ে আবার বিষয়টি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। কারণ এই ব্যবস্থা এখন তাদের সাক্ষাত বিপদ হয়ে দাড়িয়েছে, তারা উপলব্ধি করতে পারছে যে মুসলিমগন পুনরায় বিশ্বব্যপি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই পশ্চিমাদেরকে আমরা আজকাল খিলাফাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে নানা রকম মন্তব্য করতে দেখতে পাই। যেমন ২০০৫ এর অক্টোবরে বুশ বলেছিলো,

“The militants believe that controlling one country will rally the Muslim masses enabling them to overthrow all moderate governments in the region and establish a radical Islamic Empire that spans from Spain to Indonesia.”

অর্থাৎ **“জঙ্গিরা বিশ্বাস করে, যে কোনো একটি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রনে নিয়ে নিতে পারলে মুসলিম জন সাধারণের মধ্যে একটা আত্নবিশ্বাস তৈরি হবে যা তাদেরকে এই অঞ্চলের অন্যান্য মডারেট সরকারগুলোকে উচ্ছেদ করে এমন চরমপন্থি ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে উজ্জিবিত করবে যার ব্যপ্তি হবে স্পেন থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত।”**

লক্ষ করুন! বুশ স্পেনের কথা বলছে, যা প্রমান করে যে, সে আন্দালুস বা ইসলামিক স্পেনের ইতিহাস বেশ ভালো করেই জানে।

২০০৬ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বুশ আরো বলে যে, **“এই ইসলামী সাম্রাজ্য হবে একটি সামগ্রিক অর্থে একটি পরিপূর্ণ ইসলামী সাম্রাজ্য যা ইউরোপ থেকে নর্থ আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিন পূর্ব এশিয়া সহ বর্তমান ও অতিতের সকল মুসলিম ভুখন্ড নিয়ে গঠিত হবে।”**

সে আরো বলে যে **“আমরা এটা জানি, কারণ আল কায়েদা আমাদেরকে এটা বলেছে।”**

ডোনাল্ড রামসফেল্ড তার এক বিবৃতিতে বলেছে যে, **“ইরাক হয়তো গোটা মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে বিস্তৃত নতুন ইসলামী খিলাফাতের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে কাজ করবে যা গোটা ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়ার বৈধ সরকারগুলোর অস্তিত্বের জন্য মারাত্নক এক হুমকি হয়ে দাড়াবে। এটাই তাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা, তারা এমনটিই বলেছে, আমরা যদি তাদের বক্তব্য না শুনি এবং বুঝতে ব্যর্থ হই তাহলে তা আমাদের জন্য এক ভয়াবহ ভুল হবে।”**

এরপর রয়েছে টনি ব্লেয়ার, একটি খারাপ (!) মতাদর্শকে (ইসলামকে) প্রতিহত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে সে বলেছে, **“একটি সক্রিয় তালেবান রাষ্ট্র এবং আরব বিশ্বের কোথাও ইসলামী শরীয়া প্রতিষ্ঠিত হওয়া সমগ্র মুসলিম জাতির সম্মিলিত খিলাফাত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ সুগম করবে।”**

সর্বশেষ আমাদের কাছে রয়েছে জেনারেল ডেভিড পেট্রাউসের বক্তব্য। সমপ্রতি ইরাকে সৈন্য বৃদ্ধির পর সৈন্য বৃদ্ধির ব্যপারে তার দাবীর যৌক্তিকতা পেশ করতে গিয়ে সে বলেছে, **"এই সিদ্ধান্ত নেয়ার উদ্দেশ্য হলো আল কায়েদার স্পর্শকাতর ও ভয়াবহ হামলা করা এবং একের পর এক সহিংস ঘটনা ঘটানোর ক্ষমতা হ্রাস করা, যা তারা দির্ঘ দিন থেকে ব্যপকভাবে করে আসছে। সাথে সাথে তারা ইসলামী খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে যা হবে আল কায়েদার আসল ঘাটি।"**

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এরা সবাই এখন খিলাফাতের কথা বলছে। কারণ খিলাফাহকে এখন তারা একটি বাস্তব হুমকি বিবেচনা করছে। কেননা বিষয়টি এতো দিন ছিলো তাত্ত্বিক আর এখন তা বাস্তবে রূপ নিচ্ছে।

অতএব প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমাদের দ্বীন ধর্মকে রক্ষার জন্য কুফফারদের এ ধরণের অযাচিত হস্তক্ষেপ ও ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাড়ানো উচিত!

অবশ্যই আমাদের ঘুরে দাড়ানো উচিত, সত্যকে আপষহীনভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরা উচিত, সত্যকে রক্ষার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে যাওয়া উচিত। আমাদের বুকে সাহস রাখা উচিত, আল্লাহর শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে কি চক্রান্ত করলো, কি ষড়যন্ত্রের জাল বুনলো তাতে আমাদের কিছুই আসে যায় না, তার প্রতি আমাদের মোটেই ভ্রুক্ষেপ করা উচিত নয়। কেননা এই যুদ্ধে চুড়ান্ত বিজয় অবশ্যই মুসলিম উম্মাহর হবে। আল্লাহ তায়ালা এক হাদীসে কুদসীতে বলেছেন,

من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب

"যারা আমার বন্ধুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে আমি স্বয়ং আল্লাহ্ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো।"
(সহীহ আল বুখারী খণ্ড ৭৬, অধ্যায় ৮, হাদিস নং ৫০৯)

আমেরিকা আল্লাহর বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, সুতরাং তাদেরকে স্বয়ং আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, আর আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ফল সকলেরই জানা।

এখন প্রশ্ন হলো এই যুদ্ধে আমাদের ভুমিকা কী হবে, আমরা কিভাবে এই যুদ্ধ মোকাবিলা করবো, আল্লাহ তায়ালা তো তার দ্বীনকে নিশ্চয়ই বিজয়ী করবেন, কিন্তু আমাদের কি ভুমিকা হবে?

আমি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, আমাদের অবশ্যই সক্রিয়ভাবে এই যুদ্ধে আল্লাহর বন্ধুদের পক্ষ নিয়ে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে। কারণ আমরা এই বিজয়ের অংশীদার হতে চাই, আমরা এই মহান পুরস্কারের মধ্যে আমাদেরও একটা অংশ রাখতে চাই। আমরা কিছুতেই এখানে নিরব দর্শকের ভুমিকা নিতে চাই না।

আমাদের করণীয়ঃ

১. আমেরিকা যদি প্রকাশ্যে নির্লজ্জের মতো ঘোষণা দেয় যে তারা ইসলামকে বিকৃত করতে বদ্ধ পরিকর তাহলে আমাদেরও উচিত আমাদের দ্বীন ধর্ম ও আদর্শকে এই কুচক্রিদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সর্ব শক্তি নিয়োগ করা, আমাদের যার যা কিছু আছে তা নিয়ে এই শয়তানদের বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়া।

ইসলামের যেসব বিষয়কে এরা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিতর্কিত করে ফেলেছে আমাদের উচিত সেসব ব্যাপারে ইসলামের সঠিক বক্তব্যকে আপষহীনভাবে সচ্ছতার সাথে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ও তা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমাদের দৃষ্ঠিভঙ্গি গোটা বিশ্ব বাসীর কাছে ব্যপকভাবে উপস্থাপন করা।

আল্লাহর যমীনে আল্লাহর শরীয়া ভিত্তিক শাসন তথা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমাদের প্রকাশ্যে ও ব্যপকভাবে কথা বলা।

কুফফারদের ল্যবরেটরীতে উদ্ভাবিত সম্পূর্ণ কুফরী আদর্শ ভিত্তিক গনতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য আমাদের জনগনের সামনে তুলে ধরা ও ইসলামের শুরা ব্যবস্থার সুফল ও কার্যকারীতা ব্যখ্যা করা।

ইসলামী দন্ডবিধি, হুদুদ কিসাস, ইসলামী ফৌজদারী আইন, বহু বিবাহ, নারী অধিকার ও মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য এবং আমাদের অবস্থান আপষহীনভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরা।

মুসলিম জনসাধারণ যেন পশ্চিমা কুফফার মিডিয়ার চক্রান্তের শিকার না হয়, তাদের মিথ্যাচার ও প্রপাগান্ডার দ্বারা প্রতারিত না হয় সেজন্য এসব ব্যাপারে সততার সাথে, স্বচ্ছতার সাথে, আমানতদারীতার সাথে আপষহীনভাবে হৃদয়গ্রাহী করে এসব ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য তুলে ধরা।

২. আমেরিকার যাবতীয় ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। কারণ তারা তাদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য যে কোনো উপায় উকরণ ব্যবহার করতে পিছ পা হবে না। ইউ এস নিউজ এন্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্টের যে আর্টিকেল থেকে আমরা উদ্বৃতি দিয়েছি সেই একই আর্টিকেলে তারা বলেছে যে, **"মুসলিমদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য সম্ভাব্য যে কোনো উপায় অবলম্বন করতে হবে, এমন কি মিউজিক, কৌতুক, কবিতা, ইন্টারনেট ইত্যাদি সব কিছুর মাধ্যমে আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহন যোগ্যভাবে গোটা আরব তথা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে।"**

অতএব তাদের যে কোনো ব্যাপারে আমাদেরকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

৩. এই কুফফাররা যেহেতু চায় সত্যিকার মুসলিমদেরকে (মুজাহিদদেরকে) এবং তারা যে সত্যের পথে লড়াই করছে সেই সত্যকে সাধারণ জনগনের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করতে, যেমনটি তারা র‍্যান্ডের রিপোর্টে প্রস্তাব করেছে, সেহেতু আমাদের উপর আবশ্যক হয়ে দাড়ায় সত্যপন্থি (মুজাহিদ) আলিম ওলামা ও দায়ীদের পক্ষ অবলম্বন করা, তাদের বক্তব্য বেশী করে প্রচার করা। তারা যদি চায় আমাদের চিরন্তন সত্য আদর্শকে হেয় প্রতিপন্ন করতে আমাদের উচিত তার প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় আরো বেশী করে আত্মনিয়োগ করা। এটা প্রত্যেক মুসলিমের উপর তার সামর্থ অনুযায়ী অত্যাবশ্যক হয়ে দাড়ায়; কারণ আমাদের মনে রাখা দরকার, আমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করছি যারা বৈষয়িক দিক থেকে খুবই সমৃদ্ধ জাতি

এবং তাদের সাথে জোট বেঁধেছে আরো কিছু সমৃদ্ধ জাতি। আর আমাদেরকে লক্ষ করে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাধ্যম তো শক্তি অর্জন করে প্রস্তুতি গ্রহণ করো । (সূরা আল আনফালঃ ৬০)

অতএব তারা যেমন আমাদের দ্বীন ইসলামকে বিকৃত করতে চায়, মিথ্যার প্রসার চায়, আমাদেরকে র‍্যান্ড মুসলিম বানাতে চায় তেমনিভাবে আমাদেরও উচিত আল্লাহর সত্য দ্বীনের প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় আমাদের জান মাল কোরবানী করা তথা সর্ব শক্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়া।

৪. সত্য সম্বলিত যাবতীয় উপায় উপকরণ ব্যপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া উচিত। সত্যপন্থি বই পুস্তক, প্রবন্ধ, অডিও, সিডি ভিসিডি, ওয়েবসাইট তথা যে কোনো ধরণের উপায় উপকরণ নিজেদের অর্থ ব্যায় করে প্রচার করা।

৫. কমপক্ষে আমাদের কথা ও সম্পদের জিহাদে অংশগ্রহন করা উচিত। অর্থাৎ সব সময় আপষহীনভাবে সত্য কথা বলা উচিত এবং সত্যের প্রচার প্রসারের জন্য যথাসাধ্য অর্থ সম্পদ ব্যায় করা উচিত। রসূলুল্লাহ *(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)* এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

جاهدوا المشركين بأموالكم و أنفسكمو ألسنتكم

অর্থাৎঃ **"তোমরা তোমাদের জান মাল ও জবান দ্বারা মুশরিকদের বিরদ্ধে জিহাদ করো"** (ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসাই তাদের সুনান গ্রন্থে হাদিসটিকে সংকলন করেছেন এবং শাইখ আলবানি হাদিসটিকে সাহীহ বলেছেন)

সঠিকভাবে সত্যের প্রচারও জিহাদের একটা অংশ। প্রিয় ভাই ও বোনেরা! সবশেষ আমি যেটা বলতে চাই তা হলো আমাদের মুসলিমদের মাঝে তাদের সত্যিকার পরিচয় সম্পর্কে ব্যপকভাবে সচেতন করে তোলা। তারা যদি আমাদেরকে ইসলামপূর্ব জাহিলী সভ্যতার দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায় তাহলে আমাদের উচিত আমাদের ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসকে তুলে ধরা, আমাদের পূর্ব পুরুষ সাহাবায়ে কেরামদের ইতিহাস তুলে ধরে বলে দেয়া উচিত আমরা কোন জাতি, কি আমাদের ইতিহাস, আমরা কাদের উত্তরসূরী। আমাদের উচিত মুসলিমদের মাঝে উম্মাহ বোধকে জাগ্রত করে তোলা, সবাইকে বুঝানো উচিত যে, আমরা এমন একটা উম্মাহর সদস্য যে উম্মাহবোধ অতিতের গোত্রবাদ ও বর্তমান সময়ের সংকীর্ণ কুফরী জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে অনেক উন্নত ও কল্যাণকর ব্যবস্থা।

আমাদের নিজেদেরকে সব সময় এক জাতি মনে করা উচিত। আামদের বর্ণ গোত্র, ভাষা, দেশ ভুখন্ড যাই হোক না কেন, পৃথিবীর যে প্রান্তেই আমরা বসবাস করি না কেন আমরা সকলেই এক উম্মাহর সদস্য। ঐক্যবদ্ধ হওয়ার যতো উপাদান ও মুলনীতি রয়েছে তার সব কিছুর উপরে আমাদের এই উম্মাহবোধকে প্রাধান্য দেয়া উচিত।

আল্লাহ তায়ালাই আমাদের বিজয় দান করবেন একথা মনে করে আমাদেও হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার কোনো কারণ নেই। আমাদের সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানো উচিত। ***তাইফাতুম মানসূরা*** বা ***ফিরকাতুন নাজিয়াহর*** অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আমাদের সর্ব শক্তি

নিয়োগ করা প্রয়োজন। কারণ বিদয়া'তের প্রসারে এখন আর শুধু স্বল্প সামর্থবান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলই নিয়োজিত নয়, এখন বিদয়া'তের প্রচার প্রসারে স্বয়ং আমেরিকা সরকার এবং তাদের দোসররা ব্যপক অর্থায়ন আরম্ভ করে দিয়েছে। অতএব হক্ব ও বাতিলের এই আদর্শিক যুদ্ধে গোটা বিশ্ব বাসির সামনে সত্যকে তুলে ধরা সত্যপন্থিদের নৈতিক দায়িত্ব।

হক্ব ও বাতিলের এই চিরন্তন যুদ্ধে এক জন সাহসী বীর যোদ্ধা হিসেবে আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রত্যেককে কবুল করুন। আমীন!!!